পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৮ email: jatiodak@gmail.com

বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় পাহাড়িদের উপর সেটলারদের হামলা: নিহত ১, আহত ১১

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় সেটলারদের হামলায় ১জন নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছে। নিহতের নাম চিগোন মিলা চাকমা (৫০)। তার বাড়ি দিঘীনালার জোড়া ব্রিজ এলাকায় কাঙেরীমা ছড়া গ্রামে। হামলার সময় তিনি ও তার স্বামী জিতেন চাকমা দিঘীনালা হাসপাতাল থেকে ছেলের চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ এ ঘটনা ঘটে।

সেটলারদের হামলায় আহতরা হলেন- ১. রনি চাকমা (৩৭) পিতা : প্রভাত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম: গিরিফুল, পেরাছড়া খাগড়াছড়ি। সে ব্যবসার কাজে মারিশ্যা বাজারে গিয়েছিলেন। সেটলাররা তার কাছ থেকে ৪৫,০০০/- টাকা ও মোবাইল সেট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মাথা ও পিঠে আঘাতপ্রাপ্ত হন, ২. শান্তি প্রিয় চাকমা (৩৮) পিতা রসিক চন্দ্র চাকমা, গ্রাম হারিক্ষ্যং, রাঙামাটি। সে আইসিডিবি-সিএইচটিডিবি'র(ICDB-CHTDB)প্রজেক্ট অর্গানাইজার। সেটলাররা তার মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়। তিনি মাথায় আঘাত পান, ৩. বিজয় চাকমা (১২) পিতা নয়ারাম চাকমা, গ্রাম ভূজইছড়ি পাড়া, সাজেক, বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি। কাচলং উচ্চ

সেটলার হামলায় নিহত চিগোন মিলা চাকমা

বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সে বাঘাইছড়ি সদরের বাবু পাড়ায় লজিং থেকে পড়াশুনা করছে, ৪. সুজন চাকমা (৩৮) পিতা যতীন্দ্র লাল চাকমা গ্রাম বড়াদাম,রূপকারী ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি, ৫. প্রভু জীবন চাকমা (৬২) পিতা মৃত বীরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম : বড়াদাম, রূপকারী, বাঘাইছড়ি, ৬. চোক্কে চাকমা (৩২) পিতা বুদ্ধ ধন চাকমা, গ্রাম ভুইয়া ছড়া, মারিশ্যা ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি, ৭. মুকুট কান্তি ত্রিপুরা (৫২) পিতা : অজ্ঞাত,। উন্নয়ন বোর্ড, বাঘাইছড়ি শাখার রাবার প্লান্টেশনের ম্যানেজার, ৮.শশাঙ্ক প্রিয় চাকমা (৪১) পিতা: অজ্ঞাত, ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা, ৯.জিতেন চাকমা (৫৫), পিতা : অজ্ঞাত, গ্রাম কাঙেরীমা ছড়া, কবাখালী, দিঘীনালা, ১০. রূপায়ন চাকমা (৩০) পিতা : জিতেন চাকমা, গ্রাম: ঐ, ১১. তপন জ্যোতি চাকমা (২৫) পিতা: জিতেন চাকমা, গ্রাম: ঐ।

ঘটনার দিন সকালে মারিশ্যা ইউনিয়নের বাঙালি ও পাহাড়ি দুটি গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে এক বাঙালির লাশ পাওয়া যায়। তার নাম আব্দুস সাত্তার (৩০) পিতা ইদ্রিস ওরফে বুজ্যা। সেটলারদের অভিযোগ ১৩ ডিসেম্বর মারিশ্যায় তার মোটর সাইকেলে করে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিখোজ হন। অপরদিকে পাহাড়ি গ্রামবাসীরা কোন পাহাড়ি সাত্তারের মোটর সাইকেলের যাত্রী হননি বলে জানিয়েছেন। তারা বলেন, পাহাড়িরা তাকে মেরে ফেলে লাশ নিজেদের গ্রামের পাশে রাখবে ২য় পাতায় দেখুন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয় শিশু র‍্যালী।

পরম পূজ্য আর্য শ্রাবক সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তের মহাপরিনির্বাণে আমরা শোকাভিভূত

পার্বত্য চট্টগ্রামের মহান সাধক সর্বজন পূজ্য আর্য শ্রাবক ও অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তের মহাপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। গত ৩০ জানুয়ারী ২০১২ তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্কয়ার হাসপাতালে ৯২ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

মহান ভান্তে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশ বিদেশের সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। তিনি কঠিন ত্যাগ ও সাধনার বলে সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, রাগ, মোহ জয় করে আলোকিত হয়েছেন এবং আজীবন ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যারা জগতের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য মার্গ ফল লাভে আগ্রহী তাদের জন্য তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। আর সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

আমরা শ্রদ্ধেয় বনভান্তের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তার মহাপ্রয়াণ যেন আমাদের মধ্যে মহা ঐক্যের জন্য দেয় সেই আশির্বাদ প্রার্থনা করছি।

জাতীয় ডাক সম্পাদনা পরিষদ

ইউপিডিএফ-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিশু র‍্যালী সহ নানা কর্মসূচি পালিত

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় ইউপিডিএফ-এর সকল ইউনিটে যথাযোগ্য মর্যাদায় দলীয় পতাকা উত্তোলন, অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শিশু র‍্যালী, আলোচনা সভা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে চা চক্র ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু দর্শনীয় স্থানে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন টাঙানো হয় এবং দলীয় কার্যালয়ে বিপ্লবী সংগীত বাজানো হয়।

খাগড়াছড়িতে সকাল ৯টায় স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য প্রদীপন খীসা। এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, শহীদ পরিবারবর্গ ও স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সকাল ১১টায় "উদ্ধত রাইফেল-বেয়নেট সরিয়ে নাও; এই পৃথিবীটা আমাদেরও, আমরা নিজ জাতিসত্তার স্বীকৃতি নিয়ে বড় হতে চাই" শ্লোগানে বর্ণাঢ্য এক শিশু র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফের পতাকা হাতে খাগড়াছড়ি জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে ২য় পাতায় দেখুন

বিলাইছড়িতে বৌদ্ধ ভাবনা কেন্দ্রে সেটলারদের হামলা, ভাঙচুর

রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় ত্রিরত্ন ভিক্ষু এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত একটি ভাবনা কেন্দ্রে সেটলাররা হামলা চালিয়ে বুদ্ধমূর্তিসহ জিনিসপত্র ভাংচুর করেছে। গত ২৮ জানুয়ারী শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়,বিলাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী কাপ্তাই উপজেলাধীন হরিণছড়া এলাকায় অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক গত ২৭ জানুয়ারী মো: শাহ আলম নামে এক বাঙালি নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটলাররা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। গত ২৮ জানুয়ারী শনিবার সকাল থেকেই সেটলাররা উপজেলার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌপথ অবরোধ করে রাখে। এ সময় সেটলাররা কাপ্তাইগামী দুটি ইঞ্জিন চালিত বোটও ভাঙচুর করে।

সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে সেটলাররা বিলাইছড়ি উপজেলার টিলাছড়া এলাকায় "কিল্লাছড়ি বিদর্শন ৫ম পাতায় দেখুন

মাটিরাঙ্গায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সম্মেলন বানচালের চেষ্টা

গ্রেফতারের ১০ ঘন্টা পর তিন যুব ফোরাম নেতার মুক্তি লাভ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় গত ৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সম্মেলন বানচালের চেষ্টা চালিয়েছে সেনাবাহিনী। এ লক্ষ্যে লে. কর্নেল মাসুদের নেতৃত্বে মাটিরাঙ্গা জোনের সেনা সদস্যরা গভীর রাত থেকে টহল দিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং সকাল ৭টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের টিএন্ডটি'র পার্শ্ববর্তী বাবু পাড়ার টিলা পাড়া থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমাকে গ্রেফতার করে। পরে সকাল ১০টার দিকে তাদেরকে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়। তারা তিন জনই গত কিছুদিন আগে থেকে সম্মেলন সফল করতে মাটিরাঙ্গায় সাংগঠনিক কাজ চালাচ্ছিলেন এবং সেদিন রাতে তারা টিএন্ডটি পার্শ্ববর্তী টিলা পাড়ার এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তাদেরকে সারাদিন মাটিরাঙ্গা থানায় আটক রেখে মানসিক ৪র্থ পাতায় দেখুন

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে বিভিন্ন উপজেলায় পিসিপি'র বিক্ষোভ

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন, সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলপূর্বক জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানানো হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার ব্যানারে সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, উপজেলা পরিষদ এলাকা ঘুরে আবার চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি ২য় পাতায় দেখুন

৩য় বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

ইউপিডিএফ-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

প্রথম পাতার পর

সহস্রাধিক শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত র‌্যালীটি খনির্জর মাঠ থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে শান্তি নিকেতন, উপালি পাড়া, নারানখিয়া হয়ে আবার খনির্জর মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিশুরা 'অপারেশন উত্তরণ তুলে নাও, আমাদের গড়ে উঠার পরিবেশ দাও; শিশু অধিকার মেনে নাও, সকল জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাও; পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নাও; পার্বত্য চট্টগ্রাম মনুষ্য বাসযোগ্য কর; অর্কির খুনীদের শাস্তি দাও; খেলার মাঠ, নদী, কর্ণা থেকে সেনা চৌকি তুলে নাও; উদ্ধত রাইফেল-বেয়নেটের মুখে খেলতে বলো না; সাম্প্রদায়িক উষ্কানি বন্ধ কর; আমাদের বাপ-দাদার ভিটেবাড়ি বেদখল বন্ধ কর; আমাদের সম্পদ গ্যাস-কয়লা পাচার করা যাবে না...ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার প্ল্যাকার্ড বহন করে। শিশুরা ব্যান্ড দলের বাদ্যের তালে তালে 'লং লিভ ইউপিডিএফ' শ্লোগানে র‌্যালী মুখরিত করে তোলে। তারা ইউপিডিএফ পতাকা উচিয়ে জনগণকে শুভেচ্ছা জানায়। এ সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে উৎসুক জনতা শিশুদের উৎসাহ যোগায়।

শিশু র‌্যালি শুরু করার আগে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক কালো প্রিয় চাকমা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুরা সংঘাতময় নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে বড় হতে বাধ্য হয়। তাই আমরা চাই তারা এখন থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখুক, কিভাবে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তা জানুক। কারণ তাদেরকেই ভবিষ্যতে পার্টি ও জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হবে।"

তিনি বলেন, "আমরাও এক সময় শিশু ছিলাম এবং তখন থেকেই সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন দেখে আসছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুরা যাতে ভয়মুক্ত নিপীড়নমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য দরকার জাতিসত্তার অধিকারসহ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন।" তিনি অবিলম্বে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিলপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এছাড়া তিনি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের প্রতি আহ্বান জানান।

খাগড়াছড়ি ছাড়াও, ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, মানিকছড়ি এবং রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, সাজেক, কুদুকছড়ি, নান্যাচর, কাউখালী, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিপ্লবী সংগীত বাজানো, চা চক্র ও মতবিনিময় সভা, দর্শনীয় স্থানে পতাকা উত্তোলন ও ফেস্টুন টাঙানো হয়।

এছাড়া বান্দরবানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টায় বান্দরবান জেলা সদরের বালাঘাটায় ইউপিডিএফ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ছোটন তঞ্চঙ্গ্যা, বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যা ও সজীব তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাঘাইছড়ি-দিঘীনালায় পাহাড়িদের উপর

প্রথম পাতার পর

তা কোন মতেই সম্ভব নয় ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের ধারণা, নিহত ব্যক্তির সাথে অন্য কোন সেটলারের শত্রুতা থাকতে পারে এবং তার রেশ ধরে তাকে খুন করা হয়েছে। আর পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা সৃষ্টি করে খুনের দায় থেকে বাঁচতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার লাশ পাহাড়িদের গ্রামের পাশে রেখে দেয়া হয়েছে।

উক্ত সেটলারের মৃত্যুকে ব্যবহার করে সেটলারদের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় এবং এক পর্যায়ে সেটলাররা সকাল ১১টার দিকে মারিশ্যা বাজারে আসা পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালায়। একই সময়ে স্থানীয় উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়েও হামলা চালায়।

সেটলাররা বাঘাইছড়ি সদরের বাবু পাড়ায়ও আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু পাহাড়িদের প্রতিরোধের মুখে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। হামলাকারীরা বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমার উপরও হামলা চালায়। তবে তিনি কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হন।

হামলার সময় পুলিশ ও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন।

এদিকে বাঘাইছড়ি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিঘীনালায়ও আক্রমন ছড়িয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার কবাখালীতে সেটলাররা পাহাড়িদের উপর হামলা চালায়। এতে কাত্তরীমা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা চিগোন মিলা চাকমা গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যান। এছাড়া চিগোন মিলার স্বামী জিতেন চাকমা (৫৫), রূপায়ন চাকমা (৩০) ও তপন জ্যোতি চাকমা (২৫) আহত হন। তারা সবাই কবাখালী ইউনিয়নের কাত্তরীমা ছড়া গ্রামের একই পরিবারের। হামলার সময় তারা ছেলের চিকিৎসা শেষে দিঘীনালা হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। তারা জীপ গাড়িতে করে কবাখালী বাজারে পৌঁছলে সেটলাররা তাদের উপর অতর্কিতে এ হামলা চালায়।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক ধ্রুব জ্যোতি চাকমা মারিশ্যা ও দিঘীনালায় পাহাড়িদের ওপর সেটলার হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

তিনি বলেন, যে সেটলারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে এবং পাহাড়ি বাঙালি যেই হোক তার মৃত্যুর সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধ্রুব জ্যোতি চাকমা বলেন, কে বা কারা খুন করেছে সেটা না জেনে দাঙ্গা বাঁধিয়ে নিরপরাধ নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালানো সভ্য দেশে অনুমোদন পেতে পারে না। নানা অজুহাতে, মিথ্যা অজুহাতে, এমনকি বিনা অজুহাতে যখন তখন পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানো আজ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

তিনি হামলার সময় স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, পুলিশ যদি তড়িৎ ব্যবস্থা নিতো তাহলে এ হামলা এড়ানো যেতো।

১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ইউপিডিএফ-এর বিবৃতি
আন্দোলন জোরদারের ঘোষণা, সন্তু গ্রুপের প্রতি ঐক্যের আহ্বান

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রতিষ্ঠার ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত বীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শঙ্কর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের জনগণকে সংগ্রামী অভিবাদন জানিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন সরকারকে উগ্রজাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক, গণবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট আখ্যায়িত করে তারা বলেন, বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এ সরকারের সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় সাম্প্রতিক ১৪ ডিসেম্বর কবাখালি-বাঘাইছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা ও চিগোন মিলা চাকমার খুনের জন্য সেনাবাহিনীর মদদে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের উস্কানি ও সরকারের জাতি বিদ্বেষী নীতিকে দায়ি করে বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী ও সেটলার প্রত্যাহার করা না হলে এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা বারে বারে ঘটতে থাকবে। গত ২০১০ সালে ১৯, ২০ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি সাজেক ও খাগড়াছড়িতে, এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারী লংগদুতে এবং ১৭ এপ্রিল রামগড়ের বেশ কয়েটি গ্রামে পরিচালিত হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না।'

সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত উক্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় জনগণের অধিকার আদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের প্রতি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ অথবা যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব দেন এবং বলেন, নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য তাদেরকেই লাভবান করবে যারা পাহাড়ি জনগণের ওপর চিরকাল উগ্রজাতীয়তাবাদী শাসন শোষণ বলবৎ রাখতে চায়। তারা বলেন, 'আমরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চাই; তাই চুক্তি স্বাক্ষরের পর গত ১৪ বছরে আমাদের একের পর এক নেতা, কর্মী ও সমর্থক নিহত হওয়ার পরও আমরা মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে জনসংহতি সমিতির প্রতি বার বার ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে আসছি। আমরা আশা করি জেএসএসের সন্তু গ্রুপ অচিরেই আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করবে।' নেতৃদ্বয় আরো বলেন ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতির এম. এন লারমা গ্রুপ যেভাবে একে অন্যের অস্তিত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে কাজ করে যাচ্ছে, সেভাবে সন্তু গ্রুপ যদি এই দুই দলের সাথে পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে সহজেই ঐক্য ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত নীতি ও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে সরকার পাহাড়ি জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, ভূমি বেদখল অব্যাহত রেখেছে ও ইউপিডিএফসহ সাধারণ জনগণের ওপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে।' তারা সরকারকে দমনমূলক নীতি পরিহার করে পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া ইউপিডিএফের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা-হুলিয়া প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের মুক্তি দেয়ারও তারা দাবি জানান।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে মানবতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে নিরিখে যুক্তিযুক্ত বক্তব্য করেন, তবে তারা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মারমুখী নীতি ও বিরোধী দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক মত প্রকাশের অধিকার না দেয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। যুদ্ধাপরাধ বিচারের দোহাই দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দমন করা উচিত নয় বলে তারা মন্তব্য করেন। তারা বলেন, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ওপর পরিচালিত অসংখ্য গণহত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও একইভাবে বিচারের কাঠগড়ায় আনা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে আর কখনো সাহস না পায়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের বহু আগে ১০ মার্চ ১৯৯৭ তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ডাক দিয়েছিল। এরপর তিন সংগঠনের উদ্যোগে ২৫ - ২৭ মার্চ ঢাকায় আহূত এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে ৭ দফা প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়। এতে সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতিকে 'প্রাইভেট কোম্পানি', 'রাজনৈতিকভাবে আদর্শচ্যুত ও দেউলিয়া' ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার আদায় সম্ভব নয়। '৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হলে তিন সংগঠন তা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রতিবাদে ঢাকায় চুক্তির কপি পুড়িয়ে দেয়। পরে ১৯৯৮ সালে ২৫ - ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় এক পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফ গঠন করা হয়।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে

১ম পাতার পর

জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা শাখার সভাপতি সুপ্রিয় চাকমা ও খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সহ সভাপতি নিক্সন চাকমা। কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সুনয়ন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

খাগড়াছড়ি জেলা সদর ছাড়াও মহালছড়ি, পানছড়ি, দিঘীনালা, গুইমারা এবং রাঙামাটির কুদুকছড়ি, নান্যাচর, কাউখালী ও বাঘাইছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ভাষা বিকাশে সরকার এখনো পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বাংলা ভাষার আধিপত্যে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ভাষা আজ হারিয়ে যাবার পথে।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে ধ্বংসের লক্ষ্যে একের পর এক নীল নক্সা প্রণয়ন করে চলেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে।

বক্তারা সকল জাতিসত্তার স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারসহ জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন ও গ্যাসের দাবিতে

শেষ পাতার পর

দিচ্ছে না। নির্বাচন না দিয়ে জেলা পরিষদকে সরকারের পছন্দের দলীয় লোক ও তাদের আত্মীয় স্বজনের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, জেলা পরিষদের অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং নিয়োগ ও বদলী বাণিজ্য আজ সবার কাছে ওপেন সিক্রেট একটা বিষয়। চাকুরীতে নিয়োগ বাণিজ্যের কারণে অযোগ্য অদ লোক এমনকি হিরোইন, গাঁজাখোর, সমাজের বখাটেরাও নিয়োগ পাচ্ছে। এলাকার উন্নয়নে বহু হাজার হাজার মেট্রিক টন গম, চাউল নিজেদের আরাম আয়েশের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে জেলা পরিষদ নির্বাচন এখন সময়ের দাবি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দেখতে চায়।

সেমুতাঙ্গের গ্যাস পাবর্ত্য জেলাবাসীদের জন্য সরবরাহের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন চলছে এবং তা জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নেওয়া হচ্ছে। তেল, গ্যাস, কয়লাসহ সব খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর স্থানীয় জনগণের অধিকার সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটানোর পরেই অন্যত্র সরবরাহ করা যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি। কিন্তু বর্তমান সরকার পার্বত্যবাসীর চাহিদা এবং দাবি তোয়াক্কা না করে সেমুতাংয়ের গ্যাস জাতীয় গ্রীডে নিয়ে যাচ্ছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন দেয়া, জেলা পরিষদের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ফান্ড জেলা পরিষদ থেকে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে ৫০% উন্নয়ন কাজে ফান্ড বরাদ্দ দেয়া, পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কমিটিতে সকল উপজেলা চেয়ারম্যানদের অন্তর্ভুক্ত করা, সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস তিন পার্বত্য জেলার বাসিন্দাদের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গ্যাস উত্তোলন বন্ধ রাখা, সেমুতাংয়ের গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার দাবি জানানো হয়। সর্বোত্তম চাকমা ও কাকলী খীসা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সংসদের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারী সংবাদ সম্মেলন ও ২০ জানুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলা সদরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

সেনা-সেটলার কর্তৃক নানা হয়রানির শিকার সাজেক এলাকাবাসী

সাজেক প্রতিনিধিঃ

রাঙ্গামাটির জেলার বাঘাইছড়ির সবচেয়ে দুর্গম ও পশ্চাদপদ ইউনিয়ন হচ্ছে সাজেক। দীর্ঘদিন ধরে সেনা সেটেলারদের নানা হয়রানি ও নির্যাতনের মধ্যে চলছে এ এলাকায় বসবাসরত পাহাড়িদের জীবন-যাপন। সেটলার পুনর্বাসন করে এ এলাকা থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে বিগত ২০০৮ ও ২০১০ সালে দু'বার পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। এ দু'টি হামলায় ২ জন পাহাড়িকে হত্যা ও ৫ শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া সেটলাররা লাদুমনি চাকমাকে কুপিয়ে হত্যা করে। এসব ঘটনার পরও পাহাড়িরা হয়রানি থেকে রেহাই পায়নি। বর্তমান পর্যন্ত এ হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিনিয়ত নানা হয়রানির ফলে পাহাড়িরা বর্তমানে খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে বাঘাইহাট জোনের ৬ নং চেকপোস্টে মোটর বাইক সহ সকল প্রকার যান থামিয়ে চেক করার নামে অহেতুক মালামাল উঠানামা করিয়ে নিরীহ জনগণকে হয়রানি করা হচ্ছে। এছাড়া দিঘীনালা হতে সাজেক-মাচলং গামী গাড়ীর মালামাল বাঘাইছড়ি বাজারে এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে পারাপার করিয়ে সেটলারদেরকে দিয়ে পাহাড়িদের কাছ থেকে লেবার খরচের নামে প্রতিনিয়ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

শুধু তাই নয়, সাজেক ইউনিয়নে শিক্ষা কর্মসূচিসহ সকল প্রকার এনজিও কার্যক্রমও সেনাবাহিনী ও প্রশাসন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে পিছিয়ে পড়া এ এলাকার জনগণ ও ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা, চিকিৎসা থেকে শুরু করে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জোন কমান্ডারের কাছে প্রতিকার চেয়েও এলাকাবাসী এর কোন প্রতিকার পায়নি। তাই এলাকার নিরীহ জনগণ এসব হয়রানি থেকে রেহাই পেতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৮ সালে তৎকালীন বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লে. কর্নেল সাজিদ ইমতিয়াজ ও সহ অধিনায়ক মেজর কবির বাঘাইহাট বাজার এলাকা হতে সেটলারদেরকে সাজেক ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। এতে পাহাড়িরা বাধা সৃষ্টি করলে ২০ এপ্রিল সেনা-সেটলাররা পাহাড়িদের উপর হামলা চালিয়ে ৭টি গ্রামে ৭৮টি ঘর পুড়ে ছাই করে দেয়। এরপর সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ২০১০ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী আরেক দফায় পাহাড়িদের উপর বড় ধরনের হামলা চালানো হয়। এ হামলায় পাহাড়িদের ১২টি গ্রামে ৪ শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়ে দেয়া হয় এবং দু'জন পাহাড়িকে সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পর থেকে ভীত সন্ত্রস্ত পাহাড়িরা বাঘাইহাট বাজারে আসা বন্ধ করে দেয়। যা এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বর্মাছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনা অপারেশন

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বর্মাছড়িসহ রাঙ্গামাটির বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনী অপারেশন চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ২৬ জানুয়ারী গুইমারা ব্রিগেড ও লক্ষীছড়ি জোন থেকে ৯ গাড়ি আর্মি বর্মাছড়ি ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে এবং তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বর্মাছড়ি মুখ পাড়া, বড়ইতলী, কিনাছুরি, অনুরাম কার্বারী পাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে অপারেশন কার্যক্রম চালায়। এছাড়া লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের দুখ্যা পাড়া, হলদ্যা পাড়াতেও সেনারা অবস্থান নেয়। ২৯ জানুয়ারী পর্যন্ত সেনারা এ অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গত ২৬ জানুয়ারী রাত ৯টার সময় সেনারা কুসুকছড়ি পাড়ার উলাচং মারমা ও লক্ষীসেন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেনারা বাড়ির লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে তাদের কাছ থেকে ইউপিডিএফ কর্মীদের জিজ্ঞাসা করে। এছাড়া এদিন মধ্যরাত ১২টার সময় সেনারা বর্মাছড়ি মুখ পাড়ার নবীন ধর চাকমা ও চন্দ্র চাকমার বাড়ি পর পর দু'বার ঘেরাও করে। তাদের কাছ থেকে সেনারা ইউপিডিএফ নেতা অলকেশ চাকমা ও প্রদীপ চাকমাকে জিজ্ঞাসা করেছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে রাঙ্গামাটির জেলার রাজস্থলীতেও সেনাবাহিনী অপারেশন চালায়। অপারেশন কার্যক্রম চালানোর জন্য সেনারা রাজস্থলীর টাইখং পাড়ায় অবস্থিত রাজস্থলী কলেজে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। এদিকে বাঘাইছড়িতেও সেনারা অপারেশন চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত কয়েকদিন আগে শেখ হাসিনার সাথে সন্তু লারমার বৈঠকের পরপরই সেনাবাহিনীর এই অপারেশন নিয়ে জনমনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

বাঘাইছড়িতে সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাক্তন জেএসএস সদস্য নিহত

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের তলুবন্যা গ্রামে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাক্তন এক জেএসএস সদস্য নিহত হয়েছেন। তার নাম নব বিকাশ চাকমা ওরফে ডাঃ নোবেল(৪৫) পিতা রাম কমল চাকমা। গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তিনি পেশায় একজন পল্লী চিকিৎসক।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নব বিকাশ চাকমা তার নিজ বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য তার বাড়িতে হানা দিয়ে বাড়ির দরজা খুলতে বলে। তিনি দরজা খুলতে দেরি করায় সন্ত্রাসীরা দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে নব বিকাশ চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

নব বিকাশ চাকমা হলেন সাবেক জেএসএস (অস্ত্র জমাদানকারী) সদস্য। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির পর জেএসএস'র অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে তিনিও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এরপর থেকে তিনি কোন দলের সাথে যোগ না দিয়ে পল্লী চিকিৎসকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন বলেও জানা গেছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা এক বিবৃতিতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে নব বিকাশ চাকমার খুনী সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ জানুয়ারী বাঘাইছড়ির ৪ কিলো এলাকায় বকুল চাকমা নামে জেএসএস(এমএন লারমা)-এর এক সদস্যের উপরও সন্তু সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে গুলি চালায়। কিন্তু প্রশাসন সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বেপরোয়া হয়ে তারা বার বার এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করছে।

সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক চার ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

সুবলং প্রতিনিধিঃ

রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার সুবলং থেকে ইউপিডিএফ-এর চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। তারা হলেন- ১. সুমন্ত চাকমা (২৮) পিতা গুণধর চাকমা, গ্রাম মরাচেঙে, বাকছড়ি, ২. সমীরণ চাকমা (২৫) পিতা হস্য চাকমা, গ্রাম মাইসছড়ি, বরকল, ৩. দয়ারণ চাকমা (২৭) পিতা সত্যজিত চাকমা, গ্রাম হেডকরিয়া, বরকল ও ৪. তার চাকমা (২৫) পিতা শুভাধন চাকমা, গ্রাম গবছড়ি, জুরাছড়ি।

জানা যায়, গত ২৫ জানুয়ারী রাত আনুমানিক ৭টার সময় সুবলং ক্যাম্পের কমান্ডার নাজমুলের নেতৃত্বে একদল সেনা সুবলং বাজারের আশে-পাশের এলাকায় অপারেশন চালায়। এ সময় সেনারা উপরোক্ত চার ইউপিডিএফসদস্যকে গ্রেফতার করে। সময় ইউ গ্রেফতারের সময় ইউপিডিএফ সদস্যরা সুবলং বাজার এলাকায় একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। গ্রেফতারের পর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে সেনাবাহিনী নাটক সাজায়। সারারাত ক্যাম্পে রেখে শারীরিক নির্যাতনের পর তাদের হাতে অস্ত্র গুজে দিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী বরকল থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

এর আগে অপর এক ঘটনায় গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১১শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে ইউপিডিএফ সদস্য রিপন চাকমাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি বরকল থানার ওসির সাথে দেখা করতে গেলে তাকে আটক করা হয়। তার বাড়ি জুরাছড়ির ডেবাছড়া গ্রামে। পিতার নাম চিরঞ্জীব চাকমা। কি কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ইউপিডিএফ সমর্থককে অপহরণের পর গুম

জুরাছড়ি প্রতিনিধিঃ

রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলার দেবা পাড়া থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক অপহরণের পর এক ইউপিডিএফ সমর্থকের কোন খোঁজ মেলেনি। তার নাম সুমন চাকমা ওরফে মহেশ্বর (১৯) পিতা ফুল চন্দ্র চাকমা। সে ইউপিডিএফ-এর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য দেবা পাড়া গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সুমন চাকমা নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের ৭ দিন পরও তার কোন খোঁজ না পাওয়ায় তাকে গুম করা হয়েছে বল এলাকা বাসী ধারণা করছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর জুরাছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক রক্তিম চাকমা এ অপহরণ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অপহৃত সুমন চাকমাকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

তিনি এ ধরনের খুন অপহরণের রাজনীতি পরিহার করে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

মহালছড়িতে আ'লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় পিসিপি'র ৪ নেতা-কর্মী আহত

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৪ নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। এছাড়া মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমাকে অপদস্থ করা হয়েছে। এ হামলার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা মহালছড়িতে তাৎক্ষণিক সড়ক অবরোধ পালন করে। ফলে খাগড়াছড়ি-রাঙামাটি সড়কে বেশ কয়েক ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১১ মহালছড়ি উপজেলার নব নির্মিত থানা ভবন উদ্বোধন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন মহালছড়ি যান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মহালছড়ি যাওয়াকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা মহালছড়ি কলেজ ও মহালছড়ি সদর এলাকায় "পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল কর", "জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই", "আমরা বাঙালি নই"... ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার টাঙিয়ে দেয়। কিন্তু সকালে ছাত্রলীগের কিছু কর্মী উক্ত পোস্টারগুলো ছিড়ে ফেলে দিলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের সাথে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে মহালছড়ি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রতন মেম্বার, মাইসছড়ি আওয়ামী লীগের সভাপতি কামাল, ছাত্রলীগের নয়ন, জিয়া, বাবলু, সুমন, জীবন ও রিপনের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মী ৩০/৪০ জনের একদল কর্মী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মী ও মহালছড়ি কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। তাদের হামলায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা, মহালছড়ি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন চাকমা, কলেজ কমিটির সদস্য ইকো চাকমা ও রতন স্মৃতি চাকমা আহত হয়। এ সময় উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা সেখানে উপস্থিত ১১ পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি

৮ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাস্ত্রী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি অটল চাকমা, ইউপি সদস্য আপন চাকমা ও শেফালী চাকমা এবং রূপকারী এলাকার মুরুব্বী জ্যোতিময় চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শক্তিলাল চাকমা ও উপস্থাপনা করেন অজন্দ চাকমা।

সমাবেশ শেষে চিত্তরঞ্জন চাকমাকে সভাপতি, অজন্দ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও বিমল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সাজেক : "বাঙালি জাতীয়তা মানি না, জাতিসত্তার স্বীকৃতি চাই " শ্লোগানে গত ২৯ জানুয়ারী সকাল ১১টায় সাজেক ইউনিয়ন শাখার ২য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গঙ্গারাম দোর-এ এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন শাখার সভাপতি বিনয় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিত্তরঞ্জন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা শাখার সভাপতি বিধান চাকমা, সাজেক ইউনিয়নের মেম্বার জ্যোৎস্না রাণী চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি আনেন্দু চাকমা ও প্রাক্তন ইউপি মেম্বার নারায়ন চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিপন চাকমা ও উপস্থাপনা করেন নিমেষ চাকমা।

সমাবেশ শেষে আনন্দ চাকমাকে সভাপতি, রিপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিমেষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সাজেক ইউনিয়ন শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সাজেকে দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

দেশের সীমান্তবর্তী বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সাজেক ইউনিয়নের দেড় হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন চরম অনিশ্চয়তায়। ইউনিয়নের ৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় ছাত্র/ছাত্রীরা পড়েছে বেকায়দায়। ফলে অধ্যায়নরত প্রায় দেড় হাজার ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের অজুহাত, বিদ্যালয়গুলো দুর্গম এলাকায় হওয়ায় সেখানে থাকার, খাওয়ার পরিবেশ নেই এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে তারা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেনা। তাই কর্মস্থলে নিয়মিত থেকে বিদ্যালয়ে ক্লাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

স্বাধীনতার পর দুর্গম সাজেক ইউনিয়নে ৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইউনিয়নটি আয়তনে সমতল এলাকার অনেক উপজেলার চেয়েও বড়। বিশাল পাহাড়ি এ ইউনিয়নে বিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। কোন কোন বিদ্যালয় একেবারে দুর্গম এলাকায়। এক একটি বিদ্যালয়ের দুরত্ব পড়ায় ৪০ থেকে ৫০ কিলো মিটারের চেয়েও বেশী। স্বাধীনতার পরে সরকার যে অবস্থায় বিদ্যালয়গুলো নির্মাণ করেছে তার পর থেকে বিদ্যালয় সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিদ্যালয়গুলো কয়েকবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্থানীয়রা টাকা তুলে বাঁশের বেড়া দিয়ে মেরামত করে কোন মতে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তালি জোড়া দিয়ে বিদ্যালয়ের ঘর টিকিয়ে রাখলেও বিদ্যালয়েও ক্লাস চলেনা ঠিকমত। অথচ শিক্ষকরা প্রতি মাসে মাসে বেতন ভাতা আর সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

সরকারী নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকলেও এসব স্কুলে পাঠদান করছে স্থানীয় কিছু বেকার যুবক। যাদের স্থানীয়রা গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে মাসে মাসে টাকা তুলে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য নিয়োগ করেছেন। এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ, বছরে ২০/২৫ দিনও শিক্ষকদের দেখা না গেলেও সরকারের কোন কর্মকর্তা সাজেক এলাকা সফরে আসলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগে ভাগে কর্মস্থলে গিয়ে হাজির থাকেন। আর কর্মকর্তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকরাও চলে যায় তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে।

কর্মস্থলে শিক্ষকদের এমন শুভংকরের ফাঁকির কারণে বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত প্রায় দেড় হাজার ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে শিক্ষকদের দাবী, তাদের কর্মস্থলে থাকার ও খাওয়ার মত কোন পরিবেশ নেই। নেই কোন যোগাযোগের উন্নত মাধ্যম। বিদ্যালয়গুলো এমন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে যেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়না। মোট কথা, সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া নেই বললেই চলে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে যেতে পারেনা। তাদের বিদ্যালয়ে যেতে হলে উপজেলা সদর থেকে পায়ে হেঁটে এক সপ্তাহেরও বেশী সময় লাগে। তাই তাদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে যেতে পারেননা বলে জানান নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক। তবে, দুর্গম সাজেক এলাকার ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার দিকটি মাথায় রেখে প্রত্যক বিদ্যালয়ের পাশে শিক্ষকদের থাকার জন্য হোস্টেল নির্মান করা জরুরী বলে তারা মনে করেন। আর তা না হলে সেখানে তাদের কর্মস্থলে নিয়মিত থাকা সম্ভব হয়ে উঠেনা।

সাজেকবাসীদের অভিযোগ, সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতভাবে স্থানীয়দেরকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য এলাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগে প্রাধান্য দেয়ার ফলে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা কর্মস্থলে যেতে চায়না। এ সংকট থেকে উত্তরণে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্ব স্ব এলাকার প্রার্থীদের প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন স্থানীয়রা। রুইলুইছড়া গ্রামের ইউপি সদস্য মোহনলাল চাকমা বলেন, তার এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ভেঙ্গে গেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীর দেয়া চাঁদায় বাঁশের বেড়া দিয়ে কোন মতে তৈরী করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক না থাকার ফলে তারা প্রতি পরিবার থেকে মাসে মাসে টাকা তুলে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য স্থানীয় স্বল্প শিক্ষিত একজন প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রার্থীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান।

শিয়ালদাইলুই মৌজা প্রধান ও সাবেক ইউপি সদস্য জৈপুইথাং ত্রিপুরা বলেন, সাজেকের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে যথাযথ ভাবে সরকার ব্যবস্থা না নিলে বিদ্যালয় থেকে তারা অসময়ে ঝড়ে পড়ে যাবে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুজিত মিত্র চাকমা হিল নিউজকে বলেন, এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় সেখানে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়না। আর সেখানে থাকার জন্য শিকদের হোস্টেলের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা ভালো ভাবে পাঠদান করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

সৌজন্যে: *হিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকম*

আর্য শ্রাবক বনভান্তের মহাপ্রয়াণ

হাজারো মানুষের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন

রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারের অধ্যক্ষ পরম পূজ্য আর্য শ্রাবক মহান সাধক অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তের মহাপ্রয়াণ হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বনভান্তেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৭ জানুয়ারী ২০১২ রাঙ্গামাটি থেকে স্কয়ার গ্রুপের একটি হেলিকপ্টারে করে রাজধানী ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ৩০ জানুয়ারী বিকাল ৩:৫৫টায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

গত ৩১ জানুয়ারী সকালে রাজধানী ঢাকায় কলাবাগান মাঠে পরম পূজ্য আর্য শ্রাবক মহান সাধক অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তেকে হাজার হাজার জনতা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকাল ৮টায় স্কয়ার হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ কলাবাগান মাঠে নিয়ে আসা হলে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিয়ে ও সাধু সাধু ধ্বনি দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মহান ভান্তের শবদেহটি স্টেজে শায়িত রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাজবন বিহারের জেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বনভান্তের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রিয় মহাস্থবির পঞ্চশীল, সংঘ দান ও অষ্ট পুরস্কার দান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এরপর উপাসক উপাসিকাবৃন্দ বনভান্তের কফিনে পুষ্প অর্পন করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এবং ইউপিডিএফ, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বনভান্তের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। ইউপিডিএফের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন দলের সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা। অনুষ্ঠানে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি গৌতম দেওয়ান, পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপিও উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর সাড়ে বারটার দিকে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের মরদেহটি একটি গাড়ি বহর যোগে ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসা হয়। ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটি আসার পথে কুমিল্লা, ফেনী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ ফুল দিয়ে বনভান্তেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর মধ্যরাত ১টার সময় বনভান্তের মরদেহ রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে এসে পৌঁছায়। সেখানে আগে থেকে অপেক্ষমান শত শত জনতা তাঁকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা থেকে রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। এখনো পর্যন্ত তাঁর মরদেহটি রাজবন বিহারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। ফলে বনভান্তেকে এক নজর দেখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশ বিদেশের শত শত পূণ্যার্থী নারী-পুরুষ রাজবন বিহারে ছুটে আসছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও অব্যাহত রয়েছে।

বনভান্তে ১৯৪৯ সালে ২৯ বছর বয়সে চট্টগ্রামের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে প্রব্রজ্যা গ্রহন করেন। সেখানে কিছু সময় ধ্যান সাধনার পদ্ধতি শেখার পর তিনি রাঙ্গামাটির ধনপাতার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি মশা-মাছির উপদ্রব সহ্য করে, বাঘ ভালুক, সাপ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর ভয় উপেক্ষা করে, রোদ-শীত-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একাকী বেশ কয়েক বছর কঠোর তপশ্চারণ করেন। পরে কাপ্তাই বাঁধের পানিতে উক্ত জনপদ পানিতে তলিয়ে গেলে এক উপাসক তাকে খাগড়াছড়ির

দীঘিনালায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানেও তিনি লোকালয় থেকে দূরে গহীন বনে তার ধ্যান সাধনা অব্যাহত রাখেন। এখানে থাকার সময়ই তিনি বনভান্তে নামে পরিচিতি পান।

১৯৭১ সালে কিছু উপাসক তাকে লংগদু আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। ১৯৭৬ সালে তিনি রাঙ্গামাটিতে রাজবন বিহারে চলে আসেন। চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায় ও ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যান এবং কয়েক শত একর জমি দান করে রাজ বন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বুদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণে ও প্রচার-প্রসারে মহান সাধক বনভান্তের অবদান অপরিসীম। তিনি ১৯৭৪ সাল থেকে গৌতম বুদ্ধ সময়ের পুণ্যশীলা বিশাখা কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মে কঠিন চীবর দানোৎসব চালু করেন। সেই পর থেকে প্রতি বছর রাজ বনবিহারে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

বনভান্তে কঠোর ধ্যানের মাধ্যমে নির্বাণ সাক্ষাত করে অর্হত্ব লাভ করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এছাড়া তিনি ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী বলেও মনে করা হয়। তার মতো অর্হৎদের আবির্ভাব পৃথিবীতে দুর্লভ। তিনি আজীবন গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন। এজন্য তিনি অনাগত শত শত হাজার হাজার বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন এবং বুদ্ধনীতি পালনে ও নির্বাণ লাভেচ্ছুদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

মহান বৌদ্ধ সাধক বনভান্তে ১৯২০ সালের ৮ জানুয়ারী রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের মুরোঘোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল রথীন্দ্র চাকমা। তার বাবার নাম হারু মোহন চাকমা এবং মাতার নাম বীরপুদি চাকমা।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে তাঁর ৯৩তম জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি॥

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন। গত ২৩ ডিসেম্বর ও ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ পৃথক পৃথকভাবে তারা গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দিঘীনালা নুনছড়ি গ্রামের মহারাজ চাকমার ছেলে রাত্রোমনি চাকমা ওরফে মানব (৩২) ও কুলুকছড়ির দিঘোলছড়ি গ্রামের গুনজোপা চাকমার ছেলে দিগন্ত চাকমা ওরফে রাজেশ (২৮) ও সমিরণ চাকমা (২৯)।

গত ২৩ ডিসেম্বর সাংগঠনিক কাজ শেষে রাত্রোমনি চাকমা ও দিগন্ত চাকমা মাটিরাঙ্গার ১নং রাবার বাগান এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি সেনাদল তাদেরকে ঘেরাও করে গ্রেফতার করে মাটিরাঙ্গা থানায় সোপর্দ করে।

অপর এক ঘটনায় গত ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার বিকাল আনুমানিক ১১ পাতায় দেখুন

মাটিরাঙ্গায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের

১ম পৃষ্ঠার পর

নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পাওয়ায় বিকাল সাড়ে ৫টায় মাটিরাঙ্গা থানা থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

বাধাদানের চেষ্টা সত্ত্বেও সকাল সাড়ে ১০টায় মাটিরাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুব ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, দিঘীনালা উপজেলা শাখার সভাপতি বিধান চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা।

বক্তারা যুব ফোরামের তিন নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নগ্নভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে চলেছে। যুব ফোরামের তিন নেতাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হলো। বক্তারা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত তিন নেতাকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার একদিকে সেটলারদের দিয়ে মাটিরাঙ্গাসহ বিভিন্ন এলাকায় জমি বেদখলের মাধ্যমে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীকে দিয়ে মিছিল-মিটিং ও সভা সমাবেশের মতো গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করছে। এছাড়াও সরকার মদ, গাঁজা, হিরোইন, তাস-জুয়ার আসরে মাতাল রেখে যুব সমাজের উদীয়মান শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। বক্তারা সরকার ও সেনাবাহিনীর অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, মানিকছড়ির সিন্দুকছড়ি প্যাসকেজ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পার্বত্যবাসীকে বঞ্চিত করে আমাদের চোখের সামনে বাইরে পাচার করা হচ্ছে। পার্বত্যবাসীকে বঞ্চিত ও অবহেলা করার বা তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে?

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের পরিচয় মুছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করেছে উল্লেখ করে তারা বলেন, বাঙালি ছাড়া অপরাপর জাতিগুলো আজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার পূর্বক সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণ বাতিল, ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে জাতিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সেমুতাংয়ের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচার বন্ধ করার জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে পঞ্চদেন ত্রিপুরাকে আহ্বায়ক ও জনি ত্রিপুরাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মানিকছড়ি, রামগড় ও মাটিরাঙ্গায় বিভিন্ন কোম্পানী, সিন্ডিকেট ও ভূমি দস্যু কর্তৃক ভূমি বেদখলের কিছু চিত্র

মানিকছড়ি/রামগড়/মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি:

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি, রামগড় ও মাটিরাঙ্গায় বিভিন্ন কোম্পানী, সিন্ডিকেট ও ভূমি দস্যু খ্যাত ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড়িদের দখলীয় ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। এলাকার স্থানীয় পাহাড়িদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিভিন্ন বাগান সৃজন ও চাষ করার নামে সাম্প্রতিককালে এই তিন উপজেলায় কয়েক হাজার একর ভূমি বেদখল করেছে এসব কোম্পানী, সিন্ডিকেট ও ভূমি দস্যু খ্যাত ব্যক্তিরা। ভূমি বেদখলের সাথে জড়িত কোম্পানী, সিন্ডিকেট ও ভূমি দস্যুদের মধ্যে রয়েছে, বটতলী সিন্ডিকেট, খাগড়াবিল সিন্ডিকেটের কবির ও জলিল, আলম কমান্ডার, মো: শফি, ফেনী কোম্পানী, গ্রোব কোম্পানী, চট্টগ্রাম কোম্পানী, সবুজ কোম্পানী, চাকাইয়া কোম্পানী, এসিল্যান্ড কোম্পানী, এনাম কোম্পানী, ডাক্তার শরীফ, গাজী টাক্ক কোম্পানী, প্রাণ কোম্পানী, জয়নাল পিসি, শাহজাহান, বিপ্লব কোম্পানী, এনাম বাবু, রামগড় কোম্পানী, পরিমল কোম্পানী, মুকলেস, কর্নেল কোম্পানী, মো: জহনা মিয়া, মো: এনটিস আলী (কো:), জাহের আলী, মো: মনতাজ মিয়া, মো: হাশিম আলী, চর্মলোক মিয়া, লাবু মিয়া... ইত্যাদি গং। ইতিমধ্যে পাহাড়িদের দখলীয় প্রায় কয়েক হাজার একর ভূমি তারা বেদখল করেছে। এখানে ভূমি বেদখলের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো :

রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের ২২৫ নং তৈকর্মা মৌজায় জয়নাল পিসি কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ১০ একর, ২৩৭ নং নাজাপা মৌজায় শাহজাহান কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৪০ একর, বিপ্লব কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৩০ একর, আনিস কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ১০০ একর, আলম কমান্ডার কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, গ্রোব কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ২৫০ একর, চট্টগ্রাম কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০০ একর, সবুজ কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, ২৩৭ নং নাজাপা ও ২৩৬ নং রামগড় মৌজার এনাম বাবু কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ১৩০ একর, রামগড় কোম্পানী কার্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, পরিমল কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, ২৩৬ নং রামগড় মৌজায় খাগড়াছড়ি সিন্ডিকেটের কবির ও জলিল গং কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, এসিল্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক ৩০ একর,২২৫ নং তৈকর্মা মৌজার প্রাণ কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ২০ একর, মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলীর চেম্প্রু পাড়ায় মুকলেস কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৪০ একর, ডলু-ডাইনছড়িতে কর্নেল কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২,০০০ একর, ২৩০ নং বাটনাতলী মৌজা বাটনাতলী সিন্ডিকেট কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ১৫০ একর, মো: শফি কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৩০ একর, ফেনী কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ২৫০ একর, চাকাইয়া কোম্পানী কর্তৃক ৫০০ একর, ২০৮ নং মানিকছড়ি মৌজায় এনাম কোম্পানী কর্তৃক ৩০ একর, ডাক্তার শরীফ কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ১৫ একর, ২২২ নং রাঙ্গাপানি মৌজায় ইদ্রিস কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৫০ একর, ২২১ নং মন্ডলতলী মৌজায় গাজী টাক্ক কোম্পানী কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ ৩০০ একর।

অন্যদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার পূর্ব খেদারাছড়ার হরিধন কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা উষলোইনা মার্মার ২য় শ্রেণীর ২ কানি ধান্য জমি ও অংগ্রি মারমার ১ কানি ধান্য জমি পূর্ব খেদারাছড়া বাঙালি পাড়ার বাসিন্দা মো: জয়না মিয়া বেদখল করে। সাইগুলি পাড়ার বাসিন্দা মংশি প্রু মারমার জমির পার্শ্ববর্তী ৫ একর পাহাড় চাকাইয়া কোম্পানীর মো: আনিস বেদখল করে। তাকে সাহায্য করে মো: মাহবুব, মো: মোস্তফা ও মো: কয়েজ মিয়া। ২০১১ সালে হলুদ ও কচু চাষ করে তারা এ জায়গাটি বেদখল করে। হরিধন মগ পাড়ার বাসিন্দা বাধু মারমার ১ একর ধান্য জমি মো: জাহের আলী বেদখল করে। ২০০৬ সাল থেকে সে এ জমিটি বেদখল করে চাষাবাদ করে আসছে। পাতাছড়ার বৃত্ত কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা রূপপতি ত্রিপুরার ১ কানি ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি পাতাছড়া বাঙালি পাড়ার মো: মনতাজ মিয়া বেদখল করে। ২০০৭ সাল থেকে এ জায়গাটি সে বেদখল করে চাষাবাদ করছে। হরি ত্রিপুরার ১ম শ্রেণীর ১ কানি ধান্য জমি ও ৩ একর পাহাড় পাতাছড়া মুসলিম পাড়ার মো: হাশিম ২০০৭ সালে বেদখল করে। মিসেস উসাইপ্যা মারমার ১ম শ্রেণী ২ কানি ধান্য জমি মো: জাহের আলী বেদখল করে।

এছাড়াও বৃত্তি চন্দ্র কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা শক্তি মোহন ত্রিপুরার ২য় শ্রেণীর ১.২৫ শতক ধান্য জমি, খড় কুমার ত্রিপুরার ২ একর ২য় শ্রেণীর ধান্য জমি মো: চর্মালোক মিয়া কর্তৃক বেদখল প্রক্রিয়া চলছে এবং তারাচান পাড়ার বাসিন্দা জয়ন্ত ত্রিপুরার ১ম শ্রেণীর ১ একর ধান্য জমি মো: লাবু মিয়া হুমিক-ধামকি দিয়ে বেদখলের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। কয়েক মাস আগে থেকে বেলছড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা মো: আলী মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলা মৌজায় পাহাড়িদের শ্মশান টিলা বেদখল করতে নানা প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

মাটিরাঙ্গা ১০ নং এলাকায়ও বিভিন্নভাবে পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে। কালাম সিডার নামে এক ব্যক্তি আনুমানিক ৫০/৬০ একর জায়গা বেদখলের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। এছাড়া মাটিরাঙ্গা বাজারের কতিপয় দোকান মালিকও ভূমি বেদখল সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে আমিন খলিফা, সামসু ডাক্তার, রহুল আমিন, বাবুল্যা সহ আরো অনেকে ১০ নং এলাকায় ভূমি বেদখলের সাথে জড়িত রয়েছে। নিবারণ চাকমার রেকর্ডিয় জায়গাটিও মো: আব্দুর রাজ্জাক নামে এক বাঙালি জোরপূর্বক বেদখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছে। অথচ সরকারিভাবে যে ক'বার মামলা হয়েছে প্রত্যেকটি মামলায় নিবারণ চাকমার পক্ষে রায় দেয়া হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা জর্জ কোর্ট থেকেও নিবারণ চাকমার পক্ষে রায় দেয়া হয়। তবুও তার জায়গাটি বেদখল করা হয়েছে।

এসব কোম্পানী, সিন্ডিকেট ও ভূমি দস্যু খ্যাত ব্যক্তিরা নির্বিঘ্নে ভূমি বেদখল করলেও তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় পাহাড়িরা কোন প্রতিবাদই করতে পারে না। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের যোগসাজশে তারা বিনা বাধায় ভূমি বেদখল অব্যাহত রেখেছে। ফলে জায়গা-জমি হারিয়ে এসব এলাকা থেকে পাহাড়িরা উচ্ছেদ হওয়ার পথে রয়েছে। কাজেই ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া পাহাড়িদের আর কোন উপায় নেই।

ইউপিডিএফ-এর আহ্বানে বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন কর্মসূচি পালিত

ক্ষমতাসীন সরকারের উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট কালাকানুন প্রবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালী জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া এবং বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় সেটলার হামলা ও ডিপেন মিলা চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর আহ্বানে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ বিজয় দিবসের সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও ৭ সংগঠন জোট বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ১৪ ডিসেম্বর রাতে একযোগে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় পোস্টারিং করে ও ফেস্টুন টাঙায়।

এছাড়া বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়ে ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদ মাধ্যমে এক বিবৃতি দেয়। তাই ইউপিডিএফ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড়িদের বিভিন্ন সংগঠন, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। তবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতে প্রশাসন থেকে শিক্ষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ১১ পাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে সন্ত্র গ্রুপ কর্তৃক এক স্কুল ছাত্র সহ ৫ ব্যক্তি শারীরিক নির্যাতনের শিকার

রাঙামাটিতে জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্র সহ ৫ ব্যক্তি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জেলা সদরের জীবতলী ও রাজস্থলী এলাকায় ৪ ও ৯ ডিসেম্বর ২০১১ পৃথক পৃথকভাবে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল ১০টার দিকে রাজস্থলী উপজেলার সীমান্তবর্তী খাদিমেন নামক এলাকায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ৪ ব্যক্তিকে মারধর করে। এরা সবাই দিন মজুর করে জীবন-যাপন করে থাকে। সেদিন তারা গাছ খোলাই করতে বাড়ি থেকে গিয়েছিলেন। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন, উসুরা তঞ্চঙ্গ্যা (২৮) পিতা কুমাজ্যা তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম পোয়ছড়া, কাপ্তাই বিলাইছড়ি, দিব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা(২৮) পিতা অজ্ঞাত, গ্রাম যুবাছড়ি, বিলাইছড়ি রাজস্থলী, যত্ন মোহন তঞ্চঙ্গ্যা (২৬) পিতা বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম যুবছড়ি, রাজস্থলী ও মহ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (২৩) পিতা বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম যুবাছড়ি, রাজস্থলী।

অন্যদিকে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১১ রাঙামাটি জেলা সদরের জীবতলী ইউনিয়নের ধলাছড়ি গ্রামে সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রকে মারধর করে। তার নাম জুয়েল মনি চাকমা (১২), পিতা অমিয় লাল চাকমা। সে জীবতলী হাইস্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

সেদিন রাত অনুমানিক ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের অর্জুন তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ধলাছড়ি গ্রামে যায়। সন্ত্রাসীরা অমিয় লাল চাকমার বাড়িতে গিয়ে তপন চাকমা নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে খুঁজতে থাকে। তারা জুয়েল মনি চাকমার কাছ থেকে তপন চাকমা এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারধর করে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিলাইছড়িতে বৌদ্ধ ভাবনা

১ম পাতার পর

ভাবনা কেন্দ্রে" হামলা ও ভাঙচুর চালায়। সেটলাররা বুদ্ধমূর্তিসহ ভাবনা কেন্দ্রের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং তছনছ করে দিয়েছে বলে ভাবনা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুমনানন্দ ভিক্ষু জানিয়েছেন। একই সময় সেটলাররা ভাবনা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী পাহাড়িদের বাড়িতেও হামলা চালায়। তারা বিমল চাকমা ও তার দুই ছেলের বাড়ি ভেঙে দেয় এবং বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় ভাবনা কেন্দ্রের ভিক্ষু, শ্রমণ ও স্থানীয় পাহাড়িরা কোন রকমে পালিয়ে হামলা থেকে রক্ষা পান। পরে বিলাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এরপর গত ২৯ জানুয়ারী রবিবার পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভাবনা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভাবনা কেন্দ্র ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তবে হামলাকারী সেটলারদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের খবর এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন ধর্ষণ, বেআইনী আটক, শারীরিক নির্যাতন, হয়রানি, হামলা, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা আমাদের জানান

লক্ষ্মীছড়িতে সেটলার কর্তৃক

শেষ পাতার পর

লক্ষ্মীছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় কিশোরীর ভাই বাদী হয়ে লক্ষ্মীছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ খোকা (২২) নামের এক সেটলার যুবককে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিকালে লক্ষ্মীছড়িতে পাহাড়িরা বিক্ষোভ মিছিল ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মেম্বার জয়মালা চাকমা এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

উক্ত ঘটনায় জড়িতরা সবাই ছাত্র লীগ কর্মী বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলো- মধ্যছড়ি গুচ্ছগ্রামের রতন মিয়ার ছেলে মো: শামীম(১৮), খলিল মোল্লার ছেলে মো: শহীদুল(২৪), ইমান আলীর ছেলে মো: রফিকুল(২২) ও মাইনুল হকের ছেলে মনিরুল ইসলাম, ইব্রাহিমের ছেলে মো: রিয়াজ(১৮)।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারী সেটলারদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি মহাজন পাড়া থেকে বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইকাচিং মারমা ও খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আক্রুসি মারমা। এছাড়া সেটলার কর্তৃক মারধরের শিকার ধর্ষিতার চাচাত ভাই জীবন চাকমাও বক্তব্য রাখেন। উপস্থাপনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার কর্তৃক নারী ধর্ষণ-নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রশাসন কর্তৃক ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

বক্তারা আরো বলেন, সেটলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী ধর্ষিত হওয়ার কথা জানানোর পরও লক্ষ্মীছড়ি থানায় ধর্ষণের মামলা না নিয়ে ধর্ষণ প্রচেষ্টা হিসেবে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে প্রশাসন ধর্ষণকারীদের রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষণকারী সেটলারদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ধর্ষিতার সুচিকিৎসা ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

অন্যদিকে ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে। সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি কলেজের পূর্ব গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে মানববন্ধন রচনা করে। এ সময় খাগড়াছড়ি কলেজের ছাত্র কাচাইং মগ, উকাচিং মারমা, বাবলু মারমা, বিপুল চাকমা ও সুদেষ্ণা মারমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

এছাড়া ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি, পানছড়ি এবং রাঙামাটি জেলার নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে ধর্ষণকারী সেটলারদের গ্রেফতারের দাবিতে বিকাল সাড়ে চারটার সময় লক্ষ্মীছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষুব্ধ পাহাড়িরা। রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত তারা উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবনের সামনে অবস্থান করে। পরে ভাইস চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ দোষীদের গ্রেফতারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে আশ্বাস দিলে পাহাড়িরা সেখান থেকে চলে যান। তারা ৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় লক্ষ্মীছড়ি বাজার বয়কট ও সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

৩য় বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনঃ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম সম্প্রতি ঢাকায় এক সেমিনারে বলেছেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার (পুনর্বাসিত বাঙালি) পাঠানো ছিল এক বিরাট ভুল। কিন্তু যাঁদের পাঠানো হয়েছে এবং অনেক দিন ধরে সেখানে বসবাস করছেন, এখন তাদের সরিয়ে আনা কঠিন।" (প্রথম আলো ২৫ জানুয়ারী)। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও নেপাল ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন (ইসিমোড) কর্তৃক ২৪ জানুয়ারী যৌথভাবে উক্ত সেমিনারের আয়োজন করেছিল। আমরা ভুল স্বীকারের জন্য ইমাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁর সাথে একমত যে সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে আনা বেশ কঠিন। তবে আমরা এটাও মনে করি, তাদের ফিরিয়ে এনে সমতলে পুনর্বাসন করার কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কারণ প্রথমত, বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে ও অন্যভাবে জানা যায়, সেটলাররা নিজেরাই সমতলে পুনর্বাসিত হতে আগ্রহী। এই আগ্রহের কথা তারা বহু আগে থেকে বলে আসছেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন তাদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তৃতীয়ত, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের নদীর পাড়ে চর জেগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। তাছাড়া সমতলের খাস জমিতে বিশেষ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি করেও তাদের কিছু অংশকে পুনর্বাসন করা সম্ভব। অর্থাৎ সেটলারদের পুনর্বাসনের জন্য সমতলে জমির তেমন অভাব হবে না। দরকার কেবল সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন জরুরী হয়ে পড়েছে। পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ সেটলারকে গত তিন দশকের অধিক সময় ধরে সেখানে রাখার জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর তথাকথিত কাউন্টার-ইনসার্জেন্সীর লক্ষ্য কতটুকু পূরণ হয়েছে তা বলা না গেলেও, যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হলো, সেটলারদের আগমনের ফলে পাহাড়ি-বাঙালির জাতিগত সহিংসতার জন্ম হয়েছে, ভূমি বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাহাড়ি জাতিগুলো তাদের নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। পার্বত্য চুক্তিতে সেটলারদের সম্পর্কে স্পষ্ট কোন কিছু বলা হয়নি। তাদের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি যেমন দেয়া হয়নি, তেমনি তাদের ভাগ্য কী হবে তাও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী সন্তু লারমা দাবি করেন সেটলারদেরকে সমতলে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের সাথে তাদের মৌখিক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির ১৪ বছর পর বাস্তব সত্য হলো এই, সরকার সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন হাতিয়ার হিসেবে, এমনকি ক্লিনজিং পলিসি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। আর সেটলারদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য হাজার হাজার সেনা সদস্যকে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন রাখতে হয়েছে। এতে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে, সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রেখে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ যতদিন তারা সেখানে থাকবে ততদিন সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন হবে এবং ততদিন ভূমি বেদখল, হামলা ও নারী ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হতে থাকবে। গত কয়েক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যত নারী ধর্ষিত হয়েছেন তার জন্য প্রধানত সেটলাররাই দায়ী। সিংহভাগ ধর্ষণের ঘটনা তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। সেটলাররা জানে যে এসব অপরাধ করে তাদের কোন শাস্তি পেতে হবে না, কারণ সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনী তাদের পক্ষে রয়েছে। আর তাদের এই ধারণা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আজ পর্যন্ত ধর্ষণসহ কোন অপরাধের শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয়নি। হবেই বা কেন, এসব অপরাধ করার জন্য তো সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন তাদের নিয়মিতভাবে মদদ দিয়ে থাকে।

সেটলারদেরকে সমতলে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো একটি সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল। স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ, চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং উগ্র সেটলার লীডারদের নিয়েই এই মহলটি গঠিত। দক্ষিণপন্থী দলগুলো মনে করে সেটলাররা তাদের ভোট ব্যাংক। তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা হলে এই দলগুলোর রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। তাই তারা মরিয়া হয়ে সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। অপরদিকে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও সেটলার লীডারদের কায়েমী স্বার্থ হলো অন্য জায়গায়। সেটলারদের জন্য সরকার যে রেশন বরাদ্দ দেয় তার সিংহভাগ এদের পকেটে চলে যায়। তাছাড়া সেটলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলে কাউন্টার ইনসার্জেন্সী প্রজেক্টের জন্য সেনাবাহিনী প্রচুর বরাদ্দ পায়। এই খাতের অর্থ কোথায় ও কিভাবে খরচ করা হয় তা পরিষ্কার নয়। এর কোন জবাবদিহিতাও নেই। গত তিন চার দশকে তথাকথিত কাউন্টার ইনসার্জেন্সীর এক কৌশল 'জনগণের হৃদয় মন জয় করার' জন্য সেনাবাহিনী কত পরিমাণ টাকা খরচ করেছে তার কোন হিসাব নেই। সেটলারদের যদি সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হয় তাহলে এই কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের আর এই খাতে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ থাকবে না।

কিন্তু সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন করা হলে দেশেরই লাভ। এতে একদিকে যেমন প্রচুর আর্থিক সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে এবং পাহাড়ি বাঙালির সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সাধারণত কোন ভালো কাজ সহজ সাধ্য হয় না। ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাও সহজ ছিল না। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সংলাপের পর সংলাপ চালিয়ে তবেই এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছিল। (যদিও এই চুক্তিতে বহু গলদ, ফাঁক ফোকড় ও দুর্বলতা রয়েছে) সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনের কাজটিও নিশ্চয়ই সহজ হবে না। কিন্তু এটা অসাধ্য নয়। সরকার যদি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে সেটলারদেরকে সমতলে পুনর্বাসন করা হবে, তাহলে তাতেই অর্ধেক কাজ সমাধা হয়ে যাবে। এরপর যা করতে হবে তা হলো যারা পুনর্বাসনের বিরোধীতা করবে তাদের সাথে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া, তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যে দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই সেটলারদেরকে সমতলে পুনর্বাসন করা দরকার। সরকারের দৃঢ়তা ও প্রয়োজনমত কঠোরতা এক্ষেত্রে বড় সহায়ক হবে।

জাতীয় সম্পদ রক্ষা, জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে সংগ্রামই একমাত্র পথ

সুশান্ত চাকমা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছর পরও এদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর কাঁধে ভর করে রয়েছে পাকিস্তানী প্রেতাত্মা! যা এখনও পার্বত্যবাসীদের তাড়া করছে। '৬০ সালে স্থানীয়দের মতামতের তোয়াক্কা না করে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পার্বত্যবাসীদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে সর্বস্বান্ত করেছিল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে আওয়ামী সরকারের আমলেও। স্থানীয় চাহিদা না মিটিয়ে জনগণের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার সেমুতাং গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচার অব্যাহত রেখেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্যাস কয়লা সহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলনের লক্ষ্যে চলছে বহুমুখী গোপন তৎপরতা। সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে পার্বত্যবাসীর একটি গোষ্ঠীকে সরকার-বহুজাতিক কোম্পানি নিজেদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তার প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, জনগণের মধ্যকার চিহ্নিত ব্যক্তি-গোষ্ঠী স্পষ্টই সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়ে লম্ফ-ঝম্প দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ আড়ালে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রচারণায় লিপ্ত। জনগণকে বিভক্ত করে খনিজ সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার গোপন আঁতাত একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ফেলেছে, অন্যদিকে জাতীয় সংকটময় দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবাই প্রবলভাবে সংগ্রামের তাগিদ উপলব্ধি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আর কাপ্তাই বাঁধের চরম ক্ষতির পুনরাবৃত্তি দেখতে প্রস্তুত নয়। ইতিমধ্যে সেমুতাং গ্যাস বাইরে পাচারের প্রতিবাদে যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। নির্বাচিত জুম্মো প্রতিনিধি সংসদ প্রেস কনফারেন্স ও মানববন্ধন করেছে, খাগড়াছড়ির সর্বস্তরের লোকজন এ কর্মসূচির সাথে সংহতি জানিয়েছে। খনিজ সম্পদ রক্ষার প্রশ্নে ইউপিডিএফ বহু পূর্ব থেকেই সজাগ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান বন্ধ রাখার এবং পার্বত্যবাসীর ন্যায্য প্রাপ্য না মিটিয়ে খনিজ সম্পদ পাচার করা যাবে না বলে ইউপিডিএফ অনেক আগে থেকেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিল।

> **দেশের এ পরিস্থিতিতে 'চুক্তি বাস্তবায়ন' বা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু আর ক্ষমতাসীন সরকারের মুখ্য বিষয় নয়। খনি রক্ষাই আওয়ামী লীগের প্রধান এজেন্ডা। লোক ঠকানোর জন্য সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী সন্তু লারমাকে সাক্ষাত দিয়েছেন মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আবারও ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য শেখ হাসিনা ও সন্তু লারমা আবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন, এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।**

গেল ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে দীঘিনালায় পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলায় চিগোন মিলা চাকমার মৃত্যু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া, সেনা ক্যাম্প বৃদ্ধি, অব্যাহত ভূমি বেদখল-- এ সব বহুবিধ কারণে সরকারের প্রতি পার্বত্যবাসীর সন্দেহ সংশয় ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে। 'পার্বত্য চুক্তি'র পূর্ণ বাস্তবায়ন ছিল বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার। অথচ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার তিন বছরেও চুক্তি বাস্তবায়ন দূরের কথা, আওয়ামী সরকার জাতিসত্তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দিচ্ছে না। পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস করে সকল জাতিসত্তার ওপর "বাঙালি জাতীয়তা" চাপিয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলায় প্রবল প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় লক্ষাধিক লোকের স্মরণাতীত কালে বৃহৎ মানববন্ধন এবং দুই দিনব্যাপী সফল সড়ক অবরোধ হয়েছে। এ নিয়ে বিক্ষোভ এখনও থামে নি, পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দিন দিন গণঅসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। আগামীতে তা প্রবল গণবিক্ষোভের রূপ নেবে। আইন পাস করিয়ে কোন জাতির জাতীয় পরিচয় কেড়ে নেয়া যায় না, দুনিয়ার কোথাও তা দেখা যায় নি। '৭২ সালে মুজিব কর্তৃক "বাঙালি" হবার নির্দেশ প্রদান পার্বত্যবাসী মেনে নেয় নি, বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর পার্বত্যবাসী সে "আইন" মেনে নেবে সে আশ্বাস-পরামর্শ আওয়ামী লীগকে কোন মাথা মোটা উপদেষ্টা-বুদ্ধিজীবীরা দিয়েছে? 'ভাষার' দাবিতে তদানিন্তন পূর্ব বাংলার জনগণ যদি প্রাণ দিতে পারে, তাহলে নিজ জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহ জেল-জুলুম ভয় পাবে কেন?

ক্ষমতাসীন সরকার উগ্র ফ্যাসিবাদী রূপে আবির্ভূত, সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার একে একে হরণ করে চলেছে। জনগণের ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ ধামাচাপা দিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারাদেশে নানা বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। অতীতের ফৌজী শাসকদের মতই বর্তমান সরকার সেনা ক্যাম্প নির্মাণ-সম্প্রসারণ করে সামরিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে। গোয়েন্দা তৎপরতাও বেড়েছে।

সামরিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে বশীভূত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামে তার সংগঠনও সম্প্রসারণ করছে। জেলা, উপ-জেলায় দলের শাখা বিস্তার করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী নিজে তিন পার্বত্য জেলার আওয়ামী লীগারদের ডেকে ব্রিফ করেছেন। তাতে তিনি পার্বত্যবাসীদের মনে আশা জাগানো মত কোন কথা শোনান নি, কেবল বিরোধী দলের সমালোচনা করেছেন। সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে সাধারণ পাহাড়ি জনগণের বুকে তাক করে রেখেছে বন্দুক-বেয়নেট। পরিকল্পনামত সেটলারদের দিয়ে জায়গা-জমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নারী ধর্ষণ অব্যাহত রেখে পাহাড়িদের নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ অভিযানে লিপ্ত। জাতির এ চরম দুঃসময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি টু শব্দ করছে না, হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদতো দূরের কথা। সাজেক-খাগড়াছড়ি-রামগড়ের [illegible] এবং গেল ১৪ ডিসেম্বর দীঘিনালায় চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যা ও সেটলারদের হামলার সময় তিন এমপি'র ভূমিকা নিন্দনীয়। সরকারি দলভুক্ত লোক হওয়ায় তাদের বাস্তবিক অর্থে আর জনপ্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা যায় না। সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়ে পাহাড়ির জনগণের ওপর পরিচালিত দমন-পীড়ন বৈধতা দেয়াই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন নির্বাচিত এমপি নিজ দলভুক্ত হওয়ায় আওয়ামী সরকার কোন কিছু যেন তোয়াক্কা করছে না! ফ্যাসিবাদী উগ্রমূর্তি ধারণ করে "বাঙালি" জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে। তিন এমপি'র পাশাপাশি পাড়া মহল্লায়ও আওয়ামী লীগভুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর সেনা-সেটলারদের হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করার লোক থাকবে না, এটাই আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য। শুধু সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ করে পাহাড়ি জনগণকে ধ্বংসের নীল নক্সা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সে কারণে সরকার জনগণের একটি অংশকে নিজের পক্ষে টেনে নেয়ার সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'পার্বত্য চুক্তি' ও আত্মসমর্পণ করিয়ে জনসংহতি সমিতিকে লাটে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে আওয়ামী লীগ! আর কোন দল পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে

৭ম পাতায় দেখুন

চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় জনসংহতি সমিতির অরণ্যে রোদন

বদরুদ্দীন উমর

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দলটির প্রধান হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সন্তু লারমা। যেভাবে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতেই স্পষ্ট হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ১৪ বছর আগে স্বাক্ষরিত চুক্তি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি, একথা বলে সন্তু লারমা গত কয়েক বছর ধরে সভা সমিতিতে ও বিবৃতির মাধ্যমে কান্নাকাটি করছেন। ২ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শান্তিচুক্তির ১৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কথা বলে চোখের পানি ফেলেছেন। কান্নাকাটি করে যে কোন কাজ হয় না, এটা এই চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনসংহতি সমিতির চোখের পানি অথবা নতুন আন্দোলনের 'হুমকি' থেকে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এখানে বলা দরকার যে, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত উপরোক্ত চুক্তি একেবারে কার্যকর হয়নি একথা ঠিক নয়। চুক্তিতে দুই পক্ষের স্বার্থের সমন্বয় ঘটেছে বলা হলেও এতে পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের যে সুবিধা হওয়ার কথা ছিল তা ষোল আনা তারা আদায় করেছে। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকার নির্দেশিত যা কিছু করণীয় ছিল সবই করা হয়েছিল। কিন্তু জনসংহতির নেতা সন্তু লারমাকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের' প্রধান করে অনেক সুবিধা দিলেও চুক্তির কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই সরকার তার কর্তব্য পালন করেনি।

চুক্তির আগে জনসংহতি সমিতি পাহাড়ি অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসিত করার জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম করছিল সে সংগ্রামে ভাটা পড়তে শুরু করে। এর ফলে ক্লান্ত সন্তু লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন জনসংহতির প্রয়োজন ছিল শান্তি চুক্তির। সরকার ও পাহাড়ি জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। কিন্তু যে মূল কারণে এই চুক্তি হয়েছিল, সে কারণের কোন উল্লেখই কোথাও দেখা যায় না। আসলে সেই চুক্তির এক শক্তিশালী কিন্তু অনুচ্চারিত পক্ষ ছিল যাকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা দরকার। এই তৃতীয় পক্ষ ছিল ভারত সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর নির্যাতন এবং তাদের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করার কারণে বিভিন্ন জাতিভুক্ত হাজার হাজার পাহাড়ি সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা অনেকে সেখান থেকে বাংলাদেশে ঢুকত। এছাড়া নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে স্বাধীনতার জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছিল, তার একটা পশ্চাদভূমি হিসেবে তারা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়ের জন্য ঢুকতো। তাদের কর্মীদের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা ছিল। সেই অবস্থায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত রাজ্যগুলোতে তাদের দমন করার ক্ষেত্রে বড় রকম অসুবিধের সম্মুখীন হতো। ত্রিপুরায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্বাস্তুদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াত চলতে থাকায় মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের ঢোকা ও বের হওয়া এবং বাংলাদেশে অবস্থান করা সহজ ছিল। কাজেই তারা যাতে সীমান্তের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে সে জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত বন্ধ করা বা সিল করার প্রয়োজন ভারতের জন্য জরুরি হয়েছিল। সে সীমান্ত বন্ধ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারেরও প্রয়োজন ছিল। কাজেই ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে যে গোপন চুক্তি হয় তার বাহ্য রূপই ছিল ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত আগরতলা এবং অন্যত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের ক্যাম্প উঠিয়ে দিয়ে সেখানকার লোকজনকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই হিসেবে আগরতলার পাট চুকিয়ে সেখানকার লোকদের দেশে ফেরত আসার ব্যাপারে দুই সরকারই চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা করে। ত্রিপুরা থেকে হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে। চুক্তি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তাদের জমি-জমা ফেরত দেয়ার যে কথা ছিল তারা তা দেয়নি। এককথায় বলতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থে যা প্রয়োজন ছিল তার সবই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তা কার্যকরও হয়েছিল। কাজেই এটা বলা যাবে না যে, ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি কার্যকর করা হয়নি। আসলে জোর দিয়ে বলা দরকার যে, সেই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতির সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বিশেষ করে জমির ব্যাপারে চুক্তিতে যা ছিল সেটা একেবারেই কার্যকর করা হয়নি, এটা বলা চলে।

> বেড়ালের পেট ভরা থাকলে সে যেমন আর ইঁদুর ধরতে আগ্রহী হয় না এবং পারেও না, তেমনি অবস্থা এখন সন্তু লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির। গদিনসিন অবস্থায় সন্তু লারমা এখন সরকারের অংশ হয়ে যেসব কাজ করছেন, তার মধ্যে নতুন সংগ্রাম শুরুর কোন ক্ষমতা তাদের আছে এমন মনে করা এক অবাস্তব চিন্তা।

১৯৯৭ সালের চুক্তি সম্পাদনের সময় যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মতো ছিল তা হল, চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তিটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেও চুক্তির অন্য পক্ষের নেতা ও চুক্তি স্বাক্ষরকারী সন্তু লারমাকে সে সময় কিছু বলতে দেয়া হয়নি! যাদের বোধবুদ্ধি ও সদিচ্ছা আছে তারা তখনই বুঝেছিলেন যে, চুক্তিতে দুই পক্ষেরই স্বাক্ষর থাকলেও আসলে সেটা ছিল পার্বত্য জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পণের এক দলিল। এই আত্মসমর্পণ ঘোষণা করে সন্তু লারমারা চুক্তি অনুযায়ী সেখানেই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সরকারের কাছে সমর্পণ করেন।

সে সময় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুসংখ্যক পাহাড়ি কর্মী শ্লোগান দিয়ে সেই চুক্তির বিরোধিতা করছিলেন। এই অংশটি পরে ইউপিডিএফ নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে।

চুক্তিতে পাহাড়িদের বিষয়ে সরকারের করণীয় যে কাজগুলোর কথা বলা হয়েছিল তার কিছুই প্রকৃতপক্ষে হয়নি। শুধু 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠন করে সরকার সন্তু লারমাকে তার চেয়ারম্যান বানিয়েছিল। তিনি সেই থেকে এত বছর পর্যন্ত সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও ব্যবহার করে গদিনসিন হয়েছেন। গদিনসিন অবস্থায় অল্পদিনের মধ্যে দেখা গেল যে, পাহাড়ি জনগণের জন্য যা করণীয় সরকার তা করতে আগ্রহী নয়। এ কারণে গদিতে বসেই সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে ঢাকা শহরে এবং অন্যত্র সভা-সমাবেশ করছেন এবং প্রেস বিবৃতি দিচ্ছেন। ২ ডিসেম্বর তিনি একই কথা বলে আবার সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামার কথা বলেছেন! সন্তু লারমার এসব কথাবার্তা ও বক্তৃতা এবং আবার সংগ্রাম শুরু করার হুমকি সত্ত্বেও সরকার ভালোভাবেই জানে যে, সন্তু লারমার পক্ষে আবার সংগ্রামের রাস্তায় নামা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বেড়ালের পেট ভরা থাকলে সে যেমন আর ইঁদুর ধরতে আগ্রহী হয় না এবং পারেও না, তেমনি অবস্থা এখন সন্তু লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির। গদিনসিন অবস্থায় সন্তু লারমা এখন সরকারের অংশ হয়ে যেসব কাজ করছেন, তার মধ্যে নতুন সংগ্রাম শুরুর কোন ক্ষমতা তাদের আছে এমন মনে করা এক অবাস্তব চিন্তা। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এবং কিছুদিন পর পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর হাতে ইউপিডিএফের কর্মীরা নিহত হতেন, তারা শিকার হতে অপহরণের। এখন সামরিক বাহিনী সরাসরি এ কাজ করছে, এরকম কিছু শোনা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফের নেতাকর্মীরা প্রায়ই বেসামরিক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হচ্ছেন। সামরিক বাহিনী সরাসরি আর হত্যা, অপহরণ করছে না, অথচ তাদের কাজটি কিভাবে অন্যরা করছে এটা ভেবে দেখার মতো। সামরিক বাহিনীর কাজ এখন সন্তু লারমার দল কার নির্দেশে অথবা কার ইঙ্গিতে করছে এ রহস্য ভেদ করা দরকার।

১৯৯৭ সালের চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সন্তু লারমার আন্দোলন আগের মতো চালানোর কথা যে সম্পূর্ণ ফাঁকা চিৎকার এটা সরকারের থেকে বেশি কেউ জানে না। কাজেই সরকারের বিরুদ্ধে সন্তু লারমা 'হেন করেঙ্গে, তেন করেঙ্গে' বলে চিৎকার করলেও সেটা সরকারের এক কানে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়। এর ফলে সন্তু লারমার গদিনসিন থাকার কোন অসুবিধে হয় না এবং সরকারও খোশমেজাজে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চুক্তি কার্যকর করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকে না।

সৌজন্যে : দৈনিক যুগান্তর, ৪ ডিসেম্বর ২০১১

জাতীয় সম্পদ রক্ষা, জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে

৬ষ্ঠ পাতার পর

জনগণকে সংগঠিত করে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে দিকে সজাগ রয়েছে সরকার।

শাসকগোষ্ঠীভুক্ত অপর দল বিএনপিও বসে নেই। বিএনপি'ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তার দল বিস্তারের লক্ষ্যে লোক নিযুক্ত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প বৃদ্ধি ও সেটলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেটলারদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম কায়েমই বিএনপি'র লক্ষ্য। সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ তদন্ত শেষে সার্কিট হাউজে দেয়া সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি'র চিফ হুইফ জয়নাল আবেদীন ফারুক কোন রাখঢাক না করেই সেনা ক্যাম্প বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন। তার সংবাদ সম্মেলনে সাগরেদ হিসেবে পাশে উপস্থিত ছিলেন গণদুশমন বলে খ্যাত সমীরণ দেওয়ান ও দীপেন দেওয়ান (কলেজ জীবনে ছাত্র সমাজের সাথে বেঈমানি করে ছাত্রদলে যোগ দেন)। সমীরণ দেওয়ান দালাল হিসেবে সেনা-শাসকগোষ্ঠীর নিকট পুরানো পরীক্ষিত, দীপেন দেওয়ান দালালি প্রক্রিয়ার কসরত শুরু করেছেন মাত্র। আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে, তারা কী ভূমিকা রাখবেন তার আলামত সেদিন খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা প্রমাণ দিয়েছেন।

যুগ যুগ ধরে দমন-পীড়ন জারি রাখতে হলে পাহাড়ি জনগণকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দলে বিভক্ত করে খেলার পন্থা বেছে নিয়েছে শাসকগোষ্ঠী। ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে দলই আসুক, প্রতি দলই পাহাড়ি জনগণকে হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ উপহার দিয়ে থাকে। প্রতিটি সরকারের আমলে জায়গা-জমি বেদখল হয়, হামলা, নারী নির্যাতন চলে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দরকার পার্বত্যবাসীদের নিজেদের সংগঠন, আওয়ামী লীগ বিএনপি'তে ভিড়লে সমাজ সংগঠন দুর্বল হবে। নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার জন্য দরকার নিজেদের মুখপাত্র, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র টিকিটপ্রাপ্ত খুঁটিতে বাঁধা লোক নয়।

আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র সাথে যুক্ত হয়ে নিজ সমাজ রক্ষা যায় না, কেবল ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ-সুবিধা লাভ হয় মাত্র। মুজিব আমল থেকে শেখ হাসিনার সরকারের সময় পর্যন্ত অনেকে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ণমন্ত্রী, সিকিমন্ত্রী সহ নানা পদ অলঙ্কৃত করেছেন, তারা পার্বত্যবাসীকে রক্ষা করতে সক্ষম হন নি, অপহৃত কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার দূরের কথা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে মুখ খোলেন নি। জিয়া থেকে খালেদা পর্যন্ত যারা বিএনপি'কে যোগ দিয়ে উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী-সিকিমন্ত্রীত্ব লাভ করেছেন, তারা কেউ হত্যাযজ্ঞ রোধ করতে সক্ষম হন নি, সেটলার অনুপ্রবেশও ঠেকাতে পারেন নি। এরশাদের সাথে যুক্ত হয়েও কেউ পাহাড়ি জনগণের ওপর পরিচালিত হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করতে পারে নি।

সরকারি দলে যুক্ত হয়ে যারা সমাজ-জাতি রক্ষার কথা বলে তাদের মত চরম ধান্দাবাজ শয়তান আর কেউ নেই, এ সত্য উপলব্ধি করতে ভুলে গেলে আবারও চরম মাশুল দিতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন সংসদে পাসের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সাংসদ বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ভোট দিয়ে নিজেদের জাতিসত্তা বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের আসলে পাহাড়ি জনগণের পক্ষে কথা বলার নৈতিক অধিকারও নেই। এরশাদ আমলেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

হরেক রকম মুখরোচক কথাবার্তা আর 'চুক্তি বাস্তবায়নের' প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তিন বছর পার করিয়ে দিয়েছে। বাকী দু'বছরে তা করবে সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদান, ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে বিএনপি'র সমাবেশ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে বোঝা যায়। বিরোধী দলকে আর কোন বড় সমাবেশ করতে দিতে সরকার প্রস্তুত নয়, পুলিশ-র‌্যাব মোতায়েন করে এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে বিভিন্নভাবে।

দেশের এ পরিস্থিতিতে 'চুক্তি বাস্তবায়ন' বা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু আর ক্ষমতাসীন সরকারের মুখ্য বিষয় নয়। গদি রক্ষাই আওয়ামী লীগের প্রধান এজেন্ডা। লোক ঠকানোর জন্য সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী সন্তু লারমাকে সাক্ষাত দিয়েছেন মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আবারও ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য শেখ হাসিনা ও সন্তু লারমা আবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন, এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। শেখ হাসিনা ও সন্তু লারমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে আবারও গুরুতর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ ছাড়া পার্বত্যবাসী নিজেদের বাস্তুভিটা-জায়গা জমি রক্ষা করতে পারবে না, লড়াই ছাড়া পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না এ সত্য যাতে আমরা ভুলে না যাই।■

চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে কালো ব্যাজ ধারণ ও অর্ধ দিবস সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ দিঘীনালার কবাখালীতে চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যাকারী সেটলারদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং বাঘাইছড়িতে পরিকল্পিতভাবে পাহাড়িদের উপর সেটলার হামলার প্রতিবাদে দিঘীনালা ও বাঘাইছড়িতে গত ১৭ ডিসেম্বর কালো ব্যাজ ধারণ ও ১৯ ডিসেম্বর অর্ধদিবস সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অবরোধ পালন করে। অবরোধ চলাকালীন উক্ত দুই উপজেলায় আভ্যন্তরীণ এবং দূরপাল্লার কোন যান চলাচল করেনি। জনসংহতি সমিতির (এমএন লারমা) সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

উল্লেখ্য যে, অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে আব্দুল সাত্তার নামে এক বাঙালি যুবক নিহত হওয়াকে জের ধরে গত ১৪ ডিসেম্বর সেটলার বাঙালিরা হামলা চালিয়ে দিঘীনালার কবাখালীতে চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যা ও বাঘাইছড়ির বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। এতে কমপক্ষে ১১ জন পাহাড়ি আহত হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখা ও কলেজ শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটির নান্যাচর থানা শাখা ও কলেজ শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল ১১টায় নান্যাচর কলেজের হলরুমে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি বিজু চাকমার সভাপতিত্বে নান্যাচর থানা শাখার ৩য় কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা কমিটির সভাপতি প্রিয় লাল চাকমা, রিপ্পি দেওয়ান ও সুজন চাকমা। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে রিপন চাকমাকে সভাপতি, অনিল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উজ্জ্বল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৭ সদস্য নান্যাচর থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়া গত ৫ জানুয়ারী ২০১২ নান্যাচর কলেজ শাখার ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সকাল ১১টায় নান্যাচর কলেজ হলরুমে ৩য় কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি রিপন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা ও মিঠুন চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে অনিল চাকমাকে সভাপতি, বাবলু চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মিঠুন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

দিঘীনালার মেরুং ইউনিয়নে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ৩ জানুয়ারী ২০১২ সকাল ১০টায় ২নং বাগান স্কুল মাঠে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি অংকন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি বিধান চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার অর্থ সম্পাদক প্রকৌশল চাকমা ও স্থানীয় মুরুব্বী অপ্ত কুমার চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমাঙ্ক চাকমা।

সমাবেশ শেষে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মেরুং ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে পলাশ চাকমাকে সভাপতি, রুপেশ্ব চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও লক্ষী রঞ্জন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে এবং বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় গত ৭ ডিসেম্বর ২০১১ বুধবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বাধার কারণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সকাল থেকে সেনাবাহিনী গ্রামে গ্রামে ঢুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং লোকজনকে সমাবেশ স্থলে যেতে বাধা দেয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে অবিলম্বে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল, দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে।

রাঙামাটি : জেলা সদরের কুদুকছড়িতে দুপুর ১২টায় বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের সামনে ইউপিডিএফ-কুদুকছড়ি ইউনিটের সংগঠক জ্ঞান বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য টিটু বিকাশ চাকমা, কুদুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু বিকাশ চাকমা, সাপছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিমুল বিকাশ চাকমা, বুড়িঘাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রমোদ খীসা, কুদুকছড়ি মৌজার হেডম্যান সম্রাটসুর চাকমা, কুদুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রজ্ঞা রঞ্জন চাকমা, কুদুকছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার উদয় কিরণ চাকমা ও কুদুকছড়ি এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী অমলেন্দু চাকমা।

খাগড়াছড়ি : জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রিনা চাকমা।

মহালছড়ি: খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে দুপুর ১:৩০টায় মহালছড়ি কলেজ মাঠে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি সর্বানন্দ চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি মাত্তিক দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা, মহালছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি জনি মারমা ও মহালছড়ি কলেজের ছাত্রী বিশাখা চাকমা। সমাবেশ শেষে কলেজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মহালছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে।

গুইমারা : খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারার রামেসু বাজারে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গুইমারা থানা শাখার আহ্বায়ক অংকন চাকমা ও গুইমারা হাইস্কুল শাখার আহ্বায়ক চিত্রজ্যোতি চাকমা বক্তব্য রাখেন। সকাল থেকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভিন্ন স্থানে জনগণকে সমাবেশে জড়ো হতে বাধা দিয়েছে। তারা বাদ্যাছড়ি, গুইমারা বাজার এবং হাসপাতাল এলাকা থেকে সমাবেশ আগত লোকজনকে তাড়িয়ে দেয়।

এছাড়া রাঙামাটি জেলার কাউখালী ও খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি ও দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সমাবেশ সমূহকে বক্তরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি ও সম্প্রদায়সহ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ৩০ জুন সংসদে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষীর জাতি ও সম্প্রদায়কে আওয়ামী লীগ সরকার পুরোপুরি অস্বীকার করে সবার জাতীয়তা বাঙালি বলে চাপিয়ে দিয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, বিগত সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের মতামতের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধাশীল নয়। ফ্যাসিস্ট কায়দায় জনমত তোয়াক্কা না করে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে নানাবিধ আইন বিধি প্রণয়ন করছে। বক্তারা অবিলম্বে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা, প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান ও সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের জোর দাবি জানান।

এছাড়া গত ৮ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল ১১টায় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে রাঙামাটির নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। উপজেলা সদরের রেস্ট হাউজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার রেস্ট হাউজ মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি প্রিয় লাল চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যূথিকা চাকমা, নান্যাচর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কৃমেন্দু বিকাশ চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সেন্টু চাকমা, নান্যাচর উপজেলার সুশীল সমাজের প্রতিনিধি নৃপেন চাকমা। বিপাশা চাকমা সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

শহীদ মংশে মারমার ১২তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

গত ৩ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল ৭টায় মানিকছড়ির বড়বিলে শহীদ মংশে মারমার শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মংশে মারমার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দুপুর সাড়ে ১২টায় মানিকছড়ির গুজা এলাকায় এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাচ্চাচিং মারমা সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর মানিকছড়ি ইউনিটের সংগঠক ধন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মানিকছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আপ্রু মারমা, স্থানীয় এলাকার মুরুব্বী সুজেন্দ্র ত্রিপুরা ও বিজয়সেন ত্রিপুরা। বক্তরা বলেন, মংশে মারমা হত্যার দীর্ঘ ১২ বছর অতিক্রান্ত হলেও খুনীদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। বক্তারা অবিলম্বে খুনীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

গুইমারায় সেটলার কর্তৃক ৫ম শ্রেণীর এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের শিকার

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারার অক্ষয়মনি কার্বারী পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী (১১) সেটলার মো: হারুন কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সে অক্ষয়মনি কার্বারী পাড়ার মৃত উমো কুমার ত্রিপুরার মেয়ে। গত ৩০ জানুয়ারি সকালে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে ওই স্কুল ছাত্রী প্রাইভেট পড়তে যায়। প্রাইভেট শেষে ফেরার পথে একা পেয়ে মোটর সাইকেল চালক মো: হারুন তাকে মুখ চেপে ধরে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে এ ঘটনাটি জানাজানি হলে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রীর ভাই বাদী হয়ে হারুনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন সংশোধনী আইন ২০০৩, ৯/১ ধারায় গুইমারা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে গত ৬ ফেব্রুয়ারি গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। বিকাল সাড়ে ৩টায় গুইমারার সড়ক ও জনপথ বিভাগের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক হরিকমল ত্রিপুরা ও অংকন চাকমা বক্তব্য রাখেন। মিছিলে অক্ষয়মনি কার্বারী পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশ নেয়।

বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষক হারুনকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি ও সাজেক শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখা ও সাজেক ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ ও ২৯ জানুয়ারী পৃথক কাউন্সিলের মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখা ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সাজেক ইউনিয়ন শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

বাঘাইছড়ি সদর : পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল কর, জাতিসত্তার স্বীকৃতি চাই' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৬ জানুয়ারী সকাল ১১টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার ২য় কাউন্সিল উপলক্ষ্যে রূপকারী ইউনিয়নের রূপালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিত্রেশন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের

৩য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে 'সামাজিক অবক্ষয় রোধে মায়েদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২ ডিসেম্বর ২০১১, শুক্রবার হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সমাজতন্ত্রের মহান নেতা কার্ল মার্ক্সের সহধর্মিনী জেনী মার্ক্সের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে 'সামাজিক অবক্ষয় রোধে মায়েদের ভূমিকা' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুর ২টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা। এতে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করে

১১ পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের জেলা ও উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

১৭ সদস্য জেলা কমিটি ও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের অগ্রনী যুব সমাজের সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা ও সদর উপজেলা শাখার ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি ও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। "জাতিসত্তার স্বীকৃতি আদায়, জাতীয় অস্তিত্ব ও খনিজ সম্পদ রক্ষার্থে যুব সমাজ গর্জে উঠো" শোগানে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ দুপুর ১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমা। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুবীর চাকমা ও পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পণ চাকমা।
বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষে সরকার নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা করছে। বক্তারা আরো বলেন, সরকার একদিকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস স্থানীয়দের চাহিদা পূরণ না করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচার করছে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না। সরকার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অংশ হিসেবে গত ১৪ ডিসেম্বর বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় সেটলারদের দিয়ে পাহাড়িদের উপর হামলা ও ডিগোন মিলা চাকমাকে হত্যা করা হয়েছে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র সেটলাররা বার বার পাহাড়িদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন জারি রেখে পাহাড়িদের উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতন, হয়রানির ঘটনা বলবৎ রাখা হয়েছে। মিছিল-মিটিঙের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মাধ্যমে সরকার গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করে চলেছে। বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টির লক্ষ্যে মদ, গাজা, হিরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি মাদকদ্রব্য যুব সমাজের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। যুব সমাজকে আন্দোলন বিমুখ করার লক্ষ্যে সরকার এ ধরনের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালাচ্ছে। বক্তারা সরকারের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় সম্পদ ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিবাদ প্রতিরোধে গর্জে উঠার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সেমুতাঙ গ্যাস বাইরে পাচারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির সেমুতাঙ গ্যাস ফিল্ড থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। গত ৪ ডিসেম্বর ২০১১ দুপুর ১:৩০টার সময় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলার সংগঠক রিকো চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আপ্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য মিন্টু ত্রিপুরা ও খাগড়াছড়ি পৌর কাউন্সিলর মিলন দেওয়ান মনাও। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পণ চাকমা ও পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা।
বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্যাস পার্বত্যবাসীদেরই সম্পদ। স্থানীয় জনগণের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকার সেমুতাঙের গ্যাস চট্টগ্রামে সরবরাহ করছে। এটি গুরুতর অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও উপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট। বক্তারা সেমুতাঙের গ্যাস দিয়ে স্থানীয় চাহিদা পূরণের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।
বক্তারা আরো বলেন, সেমুতাঙ ছাড়াও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাস সহ সকল খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র করছে। ইতিমধ্যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী কোম্পানীর সাথে চুক্তি করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস সহ সকল খনিজ সম্পদের সুফল ভোগের প্রথম ও প্রধান দাবিদার হচ্ছে এ এলাকার জনগণ। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত রেখে তেল-গ্যাস সহ সকল খনিজ সম্পদ বাইরে পাচার করা হলে এ এলাকার জনগণ তা কিছুতেই মেনে নেবে না। সরকার যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার অব্যাহত রাখে তাহলে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।
বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল বলে জাহির করলেও আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর ভূত চেপে রয়েছে। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপই তা প্রমাণ দেয়। পাঞ্জাবিরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করত। বাংলার লোকদের প্রতি তাদের আচরণ ছিল বিমাতাসুলভ। সকল কিছুতে পাঞ্জাবিরা তাদের কর্তৃত্ব খাটাত, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অন্যায় শাসন-শোষণ চালাত। একই কায়দায় বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। তাদের জায়গা-জমি বেদখল করছে। তাদের ন্যায্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।
সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে সেমুতাঙ গ্যাস বাইরে পাচার বন্ধ করে এ গ্যাস দিয়ে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বন্ধ করা ও সরকারী দমন-পীড়ন বন্ধ করার জোর দাবি জানান।
সমাবেশ শেষে স্বনির্ভর মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচারের প্রতিবাদে মানিকছড়িতে সমাবেশে পুলিশী বাধা

চার উপজেলায় অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ পালিত

সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের প্রতিবাদে মানিকছড়িতে গত ২ ডিসেম্বর ২০১১, শুক্রবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বাধা দিয়ে বানচাল করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশাসন মানিকছড়ি উপজেলার আমতলি, উপজেলা কার্যালয় এলাকা, সড়ক ও জনপদ বিভাগের কার্যালয় এলাকায় পরিকল্পিতভাবে ১৪৪ ধারা জারি করে। এছাড়া পুলিশ ও সেনাবাহিনী রামগড়, জালিয়া পাড়া, সিন্দুকছড়ি, হাতিমুড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশে যোগ দিতে আসার সময় লোকজনকে গাড়ি আটকিয়ে দিয়ে বাধা দিয়েছে। ফলে তারা সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।
মানিকছড়ি উপজেলার রাজবাড়ী মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের বাধার কারণে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে দুপুর ১টায় সময় উপজেলার গর্জনতলি এলাকায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইলাচিং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পণ চাকমা ও জিকো ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা থানা শাখার আহ্বায়ক অংকেন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।
সমাবেশে প্রশাসনের বাধার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তারা বলেন, সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন স্থানে সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনকে বাধা দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ লুটপাটের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মানিকছড়ির প্রশাসনকে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। এটা সরকারের চরম ফ্যাসিস্ট আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।
বক্তারা বলেন, সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা পূরণ না করে সরকার চট্টগ্রামে পাচার করছে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না। এই গ্যাস পাচার অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।
বক্তারা আরো বলেন, সরকার পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করছে। মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ে সেনা ও প্রশাসন কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত জিইয়ে রাখার কৌশল হিসেবে বোরকা সন্ত্রাসীদের ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে প্রশাসন ও সেনাবাহিনী ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। বক্তারা অবিলম্বে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার বন্ধ করে এই গ্যাস দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা পূরণ করা, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসীদের সেনা মদদদান বন্ধ করা ও বোরকা পার্টি ভেঙে দেয়া, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন, প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানান।
অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ পালিত : সমাবেশে পুলিশী বাধার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ৩ ডিসেম্বর ২০১১ শনিবার খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় অর্ধদিবস (সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা) সড়ক অবরোধ পালন করে। তবে সকাল ৮টায় মানিকছড়ি উপজেলার লাপাইছড়ি পাড়া এলাকায় সেনা মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ সময় তারা অশোক চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে ধরে নেয়ার চেষ্টা করে।
পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা এক বিবৃতিতে অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ সফল করতে সহযোগিতা করায় এলাকার সর্বস্তরের জনগণ এবং সকল যানবাহন মালিক সমিতির প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, স্থানীয়দের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সেমুতাঙের গ্যাস চট্টগ্রামে সরবরাহ করা হচ্ছে। এটি গুরুতর অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও উপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট। স্থানীয়দের বঞ্চিত করে জোরজবরদস্তিমূলক পন্থায় এলাকার সম্পদ অন্যত্র পাচারের অন্যায় তৎপরতা কোন সচেতন ব্যক্তি মেনে নিতে পারেন না। তিনি সেমুতাঙের গ্যাস দিয়ে স্থানীয় চাহিদা পূরণের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

কাউখালীতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কমিটি গঠিত

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারি এক যুব সম্মেলনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে অর্জন দেওয়ানকে সভাপতি ও মংচিংথোয়াই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।
"জাতীয় বেঈমান ও ঐক্য বিরোধীদের গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন" এই শ্লোগানে সকাল ১০টায় উপজেলার বেতবুনিয়ায় অবস্থিত ইউপিডিএফ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর সংগঠক মিঠুন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জিকো মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী উপজেলা শাখার সভাপতি ম্যাকলিন চাকমা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অর্জন দেওয়ান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মংচিংথোয়াই মারমা।

ইউপিডিএফ-এর সহযোগিতায় গুইমারার নাক্যা পাড়ায় একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন

॥ মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি॥
খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা ইউনিয়নের নাক্যা পাড়ায় ইউপিডিএফের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এবং এলাকাবাসীর কঠোর পরিশ্রমে একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারী ২০১২ বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনি দিয়ে তৈরি এই বিদ্যালয়টি শুভ উদ্বোধন করেন গুইমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেমং মারমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ-এর অন্যতম সংগঠক ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইলাচিং মারমা, হাফছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উশ্যেপ্রু মারমা ও খাগড়াছড়ি বিশিষ্ট সমাজকর্মী হ্যাপী চাকমা। এছাড়া এলাকার মুরুব্বী, কার্বারী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধক মেমং মারমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সার্বিক সহযোগিতার ১১ পাতায় দেখুন

৩য় বর্ষ ‖ ১ম সংখ্যা ‖ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ‖

জাতীয় ডাক

নতুন বছর ২০১২' তে জীবনের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা ও শান্তির কামনায় খাগড়াছড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

আর যেন কোথাও "সাজেক-মাজন পাড়া-পনখোলা পাড়া ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ভয়-ভীতিহীন মুক্ত পরিবেশে জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অধিকার নিয়ে বাপ-দাদার ভিটেবাড়িতে বসবাস করতে চাই" শ্লোগানে নতুন বছর ২০১২'তে জীবনের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা ও সবার শান্তি কামনা করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে গতকাল ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় খাগড়াছড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ায় অনুষ্ঠিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি সদরের বিশিষ্ট নারী মুরুব্বী মিনতি দেওয়ান। এ সময় তিনি বলেন, নতুন বছরে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আর সংঘাত না ঘটে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কমলাচিং মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক সুধীর চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর বহু সাম্প্রদায়িক হামলা, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নতুন বছরে এবং ভবিষ্যতে যেন এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

বক্তারা থার্টি ফার্স্ট নাইট পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপসংস্কৃতি চর্চা থেকে বিরত থাকার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

তাইন্দং ইউনিয়নে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চলছে

‖ তাইন্দং প্রতিনিধি ‖

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নে সেটলাররা বিভিন্নভাবে পাহাড়িদের ভোগ-দখলীয় জায়গা বেদখলের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ জানুয়ারী ২০১২ তাইন্দং ইউনিয়নের ১৮ নং আচালং মৌজার সর্বেশ্বর পাড়ার বাসিন্দা কৃপা মোহন চাকমা পিতা মৃত বসন্ত চাকমার ভোগ-দখলীয় জায়গা বেদখল করার জন্য আবু মিয়ার নেতৃত্বে ৪৫ জন সেটলার বাঙালি গিয়ে প্রায় ১৫ একর টিলা কেটে ফেলে দেয়। উক্ত জায়গায় কৃপা মোহন চাকমার ১২/১৩ বছরের সৃজিত কলা, সেগুন, গামারী ইত্যাদি বাগান রয়েছে। খবর পেয়ে বিজিবি যামিনী পাড়া জোনের সহ অধিনায়কের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সেখানে গেলেও ততক্ষণে বাঙালিরা পুরো কলা বাগান কেটে সাফ করে দেয়। সেটলাররা উক্ত জায়গাটি তাদের কবুলিয়তভুক্ত বলে দাবি করছে। এভাবে সেটলাররা প্রতিনিয়ত পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

অন্যদিকে, তাইন্দং ইউনিয়নের বান্দরশিং পাড়ার কার্বারী রবি চান চাকমার ৫ একর জায়গা বেদখল করতে সেটলাররা নানা পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গত ৩ জানুয়ারী ২০১২ মোঃ সেলিম, পিতা কোরবান আলী সরদার গ্রাম বটতলী, তাইন্দং নামে এক সেটলার বান্দরশিং পাড়া, বগা পাড়া ও সর্বেশ্বর পাড়ার ১৩ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং সি আর- ০১/২০১২,ধারা-৪৪৭/৪২৭/৩৭৯/৫০৬ দঃ বিঃ, তারিখ ৩/১/১২। ইতিমধ্যে কোর্ট থেকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা হলেন- বান্দরশিং পাড়ার রবিচান চাকমা, পিতা মৃত. নাগর চান চাকমা, অমৃত চাকমা, পিতা মহেন্দ্র চাকমা, মধু চাকমা, পিতা রবি চান চাকমা, গগন চাকমা, পিতা কৈলাশ চন্দ্র চাকমা, সুখমনি চাকমা, পিতা পূর্ণবাহু চাকমা, তিতুলেখা চাকমা, পিতা পূর্ণবাহু চাকমা, বিদ্যা মোহন চাকমা পিতা যোগেন্দ্র চাকমা, জীবন চাকমা পিতা দেবব্রত চাকমা, সর্বেশ্বর পাড়ার আনন্দ লাল চাকমা পিতা সোনারাম চাকমা, মঙ্গল চাকমা পিতা সোনারাম চাকমা, চিকন চান চাকমা, পিতা বিদ্য মোহন চাকমা, বগা পাড়ার সুকমনি চাকমা পিতা রবিচান, অনন্ত চাকমা, পিতা বিদ্যা মোহন চাকমা।

উল্লেখ্য, উক্ত জায়গাটি বেদখল করতে গত ১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তাইন্দং ইউনিয়নের তানক্কা পাড়া বটতলীর মো. তরফ আলী জঙ্গল কেটে কচু লাগানোর জন্য মাটি কোপানো শুরু করে। পরে স্থানীয় পাহাড়িরা এতে বাধা দেয় এবং উক্ত জায়গার উপর কলা চারা রোপন করে দেয়। এরই প্রেক্ষিতে ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে ভগবান টিলা ও বান্দরশিং পাড়া থেকে জীপযোগে তাইন্দং বাজারে আসার পথে বটতলী নামক স্থানে

সেটলাররা পাহাড়িদের আটকিয়ে হুমকি-ধামকি ও মারধর করার চেষ্টা চালায়। স্থানীয় ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যদের হস্তক্ষেপে পাহাড়িরা সেদিন রক্ষা পায়। এরপর ১০ ফেব্রুয়ারী এমপি যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার কাছে ঐ ঘটনা বিষয়ে প্রতিবাদ জানালে ১৪ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গিয়ে তাইন্দং বাজারে পাহাড়ি-বাঙালিদের নিয়ে সমঝোতা বৈঠক করেন। বৈঠকে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা জাহেদুল আলম, রণবিক্রম ত্রিপুরা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল হক সহ স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু কোন পক্ষই সঠিক কাগজপত্র দেখাতে পারেনি, সেহেতু ভূমি কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি দখলে যেতে পারবে না। কিন্তু এই বৈঠকের পরপরই পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। হয়রানি করার মাধ্যমে উক্ত জায়গাটি বেদখল করতেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে স্থানীয় পাহাড়িরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যে কোন সময় সেটলাররা উক্ত জায়গাটি বেদখল করতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাঘাইছড়ি-দিঘীনালায় পাহাড়িদের উপর সেটলার হামলা ও চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলা সদর, মারিশ্যা ও খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার কবাখালীতে পাহাড়িদের উপর সেটলারদের হামলা ও চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে বাঘাইছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১১, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় পাহাড়িদের উপর হামলা ও চিগোন মিলা চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাঘাইছড়ি ও কবাখালী বাজার বয়কট, ১৭ ডিসেম্বর বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় কালো ব্যাজ ধারণ ও ১৯ ডিসেম্বর বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালা উপজেলায় অর্ধদিবস (সকাল-৬টা-দুপুর ২টা) সড়ক ও নৌ পথ অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বয়কটেরও ঘোষণা দেয়া হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে অবিলম্বে বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় পাহাড়িদের উপর হামলাকারী সেটলারদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসন তুলে নেয়ার দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার পরিকল্পিতভাবে সেটলারদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে অপরদিকে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে পাহাড়িদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করছে। বক্তারা সরকারের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাঘাইছড়ি । সকাল সাড়ে ১০টায় রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারুণি চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি অতল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অঙ্গন চাকমা, রূপকারী ইউপি চেয়ারম্যান পারদর্শী চাকমা, বঙ্গলতলী ইউপি'র মহিলা সদস্য শেফালী চাকমা, কাঠ ব্যবসায়ী মন্টু চাকমা ও রূপায়ন চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গলতলী ইউপি মেম্বার জ্ঞানজিৎ চাকমা ও পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসেন্টু চাকমা।

কুতুকছড়ি । রাঙামাটির কুতুকছড়িতে দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল কুতুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা বক্তব্য রাখেন।

নান্যাচর । রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলায় দুপুর ১:৩০টায় রেস্ট হাউজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলা পরিষদ এলাকা ঘুরে আবার রেস্ট হাউজ মাঠে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমা ও কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা। মিছিলটি নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করতে চাইলে প্রশাসন বাধা দেয়।

খাগড়াছড়ি সদর । দুপুর ২টায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ব্যানারে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার যেতে চাইলে পুলিশ হর্টিকালচার এলাকায় মিছিলটি আটকিয়ে দেয়। ফলে সেখান থেকে মিছিলটি আবার স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিতক চাকমা।

পানছড়ি : বিকাল সাড়ে ৩টায় পানছড়ি কলেজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে কলেজের গেটে এসে পৌঁছলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বাধা দেয়। ফলে সেখানেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক সুনাঙ্ক চাকমা বক্তব্য রাখেন।

গুইমারা : বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বিদ্যালয়ের গেটে এসে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক চিত্র জ্যোতি চাকমা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা ও মহালছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল সাড়ে ১১টার সময় বিলাইছড়ি উপজেলার সাক্রাছড়ি থেকে বিলাইছড়ি জোনের সেনারা এক ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম গৌতম চাকমা ওরফে জন (২০) পিতা নাগজ্যা চাকমা, গ্রাম আরাছড়ি, বিলাইছড়ি।

ইউপিডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেস্টুন লাগানোর জন্য গৌতম চাকমা সাক্রাছড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে সেনারা তাকে গ্রেফতার করে।

মুক্তিবাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডে

শেষ পাতার পর

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়নের প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্য এসব ঘটনাগুলো জাগরিত করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস সচেতন করতে হবে।

কনক বরণ চাকমা মুক্তি বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "চোখের সামনেই আমার দুই ভাইকে মুক্তিবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। এ ঘটনা মনে পড়লে আজো আমি শিউরে উঠি।" তিনি এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দাবি করেন।

বক্তারা মুক্তি বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম হত্যার ঘটনা তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, '৭১'র মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার যেমন হওয়ার দরকার তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক জুম্ম হত্যার তদন্ত ও বিচার হওয়া দরকার।

অপরদিকে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১১ নিহত জুম্মদের স্মরণে খাগড়াছড়ির পানছড়ির মির্জাটিলায় এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর পানছড়ি ইউনিটের প্রধান সংগঠক অর্পণ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, মুক্তি বাহিনী কর্তৃক হামলার শিকার প্রমোদ বিকাশ চাকমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

স্মরণ সভায় হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে কাঞ্চ চাকমা, গুণধর চাকমা, সন্তোষ চাকমা, কালাচাঁন চাকমা ও নৈদো চাকমা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের গাছবান এলাকায় এবং ২১ ডিসেম্বর পানছড়ির তারাবুনিয়া সহ কয়েকটি এলাকায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের হত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালানো হয়।

ইউপিডিএফ-এর সহযোগিতায়

৯ম পাতার পর

আশ্বাস দিয়ে বলেন, নাক্যা পাড়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি হলো। তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, যেখানে আমাকে আগে এগিয়ে আসার কথা সেখানে এলাকাবাসী আগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা বড় কথা নয়, তাকে টিকিয়ে রাখতে পারাই হচ্ছে বড় কথা। সঠিক নির্দেশনায় ও সঠিক পরিচালনায় এই বিদ্যালয়টি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করতে হবে।

হাফছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উশৈপ্রু মারমা তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জাতিকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তিনিও স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মূলতঃ মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গুইমারা ইউনিয়নে পশ্চাপদ ও অবহেলিত একটি গ্রাম নাক্যা পাড়া। পার্শ্ববর্তী ৫টি গ্রামসহ এ এলাকার জনসংখ্যার অনুমান দুই হাজারেরও অধিক। এই এলাকাটি গুইমারা ও হাফছড়ি ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হলেও শিক্ষিতের হার নেই বললেই চলে। সরকারীভাবেও এ এলাকায় কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে এলাকার ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার ছেলে-মেয়েরা কিছুটা হলেও শিক্ষার সুযোগ পাবে বলে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইউপিডিএফ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ইউপিডিএফ-এর মাটিরাঙ্গা ইউনিটের উদ্যোগে নাক্যা পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হলো।

২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি

শেষ পাতার পর

পায়ে দিয়ে থেঁতে চলেছে প্রব্য মূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি। জনগণের জীবন-জীবিকার ন্যূনতম কোন দাবি দাওয়া পর্যন্ত সরকার বিবেচনা করছে না। মহাজোট সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একের পর এক দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তারা বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে দেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো।

বক্তারা বলেন, সরকার শুধু নিপীড়ন-নির্যাতন করে ক্ষান্ত নয়। ছাত্র-যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মদ, গাঁজা, হিরোইন ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নিপীড়ক শাসক গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা ছাড়া পাহাড় ও সমতলে কোনভাবে কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আসতে পারে না। তাই সকল ধরনের নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাহাড় ও সমতলের নিপীড়িত জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বক্তারা সকল ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ছাউনি নির্মাণের নামে এবং সেটলারদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। একইভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী ও ভূমি দস্যুদের কর্তৃক ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চলছে।

বক্তারা বলেন, সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মুলা ঝুলিয়ে একদিকে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, অন্যদিকে আন্দোলন দমনের চক্রান্তের অংশ হিসেবে সন্তু লারমাকে দিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে।

বক্তারা অবিলম্বে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান ও জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ' তুলে নেয়া, খাগড়াছড়ি ও রুমায় বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, রাঙামাটির সাজেক, রামগড় শনখোলা পাড়ায় সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন, খাগড়াছড়ি সহ সারাদেশে সভা সমাবেশের উপর বিধি নিষেধ তুলে নেয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা, পাহাড়ি উচ্ছেদের লক্ষ্যে সেটলার পুনর্বাসন ও সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে ভূমি অধিগ্রহণ ও সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধ করা, অস্থিতিশীল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর লক্ষ্যে সেটলার বাঙালিদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা, ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে হত্যা ও গুম বন্ধ করা, শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে খনির্জর মাঠ থেকে একটি র‍্যালী বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, শান্তি নিকেতন, উপালি পাড়া ও খবংপুয়া ঘুরে আবার খনির্জর মাঠে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

এরপর খাগড়াছড়ি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর হলরুমে ১২-১৩ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের প্রথম দিনের ১ম অধিবেশনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমার সভাপতিত্বে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান বক্তব্য রাখেন।

সচিব চাকমা তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। জাতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রদেরকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলন যাতে বেগবান হতে না পারে সেজন্য সরকার তথা শাসকগোষ্ঠি নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবেলা করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

এরপর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইলাচিং মারমার সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে আগত প্রতিনিধিরা এলাকার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় দিনের ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইলাচিং মারমা। এ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা সাধারণ সম্পাদকের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। পিসিপি'র বিগত ২ বছরের কার্যক্রমের বর্ণনা এবং দেশীয়, আন্তর্জাতিক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এতে স্থান পায়।

এরপর কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমার সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে পুরাতন কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণার পর সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক মনোনীত নতুন প্রস্তাবিত কমিটি হাউজে উত্থাপন করা হয়। প্রতিনিধিবৃন্দ মুহুর্মুহু করতালি ও হাত উঁচিয়ে এ কমিটিকে অনুমোদন দেন এবং প্রেরণা সঞ্চারকারী স্লোগান দিয়ে নতুন কমিটিকে অভিনন্দিত করেন। এ সময় নতুন কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি অংগ্য মারমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর নতুন কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমার সভাপতিত্বে কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি অংগ্য মারমা ও সহ সভাপতি কাইলাচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো মারমা

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি অংগ্য মারমা তার বক্তব্যে বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে এ পর্যন্ত আসতে দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরোতে হয়েছে। সামনে আরো নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। সকল ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সোচ্চার হতে হবে। নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

খাগড়াছড়িতে 'সামাজিক অবক্ষয় রোধে

৮ম পাতার পর

বক্তব্য রাখেন মায়েদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব চঞ্চলা দীদা, ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সদস্য রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

আলোচকবৃন্দরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিরাজমান সামাজিক অবক্ষয় রোধে সকল নারীদের বিশেষ করে মায়ের সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। যুব সমাজ বর্তমানে মদ, গাঁজা, হেরোইন সহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। সমাজের নারীরাও নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে অপসংস্কৃতিতে ঝুঁকে পড়ছে। যা আমাদের সমাজ ও জাতির জন্য কখনো শুভ লক্ষণ নয় বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক

৪র্থ পাতার পর

সাড়ে ৪টার দিকে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থেকে সমিরণ চাকমা নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করেছে। এদিন সমিরণ চাকমা এক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে মাটিরাঙ্গা উপজেলার খেদারাছড়ার হরিধন মগ পাড়ায় সাংগঠনিক কাজে গিয়েছিলেন। এ সময় কয়েকজন বাঙালি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ঝাপটে ধরে ফেলে। সমিরণ চাকমার সঙ্গী কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সমিরণ চাকমাকে বাঙালিরা ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যাঙমারা ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর হাতে গছিয়ে দেয়। সেনারা তার হাতে অস্ত্র গুজে দিয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করে। তাদের সবাইকে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ইউপিডিএফ-এর আহ্বানে বিজয়

৫ম পাতার পর

অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় প্রেস সেকশন থেকে সংবাদ মাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের প্রতি ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহত্তর বাঙালি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও একে একে হরণ করছে। এটি একটি গণবিরোধী, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিস্ট সরকার। এ সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির ওপর কালাকানুন চাপিয়ে দিচ্ছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল হিসেবে দাবি করলেও আওয়ামী লীগ আসলে পাক শাসকগোষ্ঠীর উত্তরসূরি ধারণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও সেটলার লেলিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে হত্যাযজ্ঞ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উস্কানি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ২০১০ সালের ১৯, ২০ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি সাজেক-খাগড়াছড়ি, এ বছর ১৭ এপ্রিল রামগড়ের শনখোলা পাড়া এবং গত ১৪ ডিসেম্বর বাঘাইছড়ি ও দিঘীনালায় সেটলার হামলার ঘটনা তারই প্রমাণ।

বিবৃতিতে বাঘাইছড়িতে অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে এক সেটলার খুনের জের ধরে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দীঘিনালায় চিরোন জিৎ চাকমা (৫০)-কে হত্যা এবং বাঘাইছড়িতে বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের উপর হামলা-জখমের সাথে জড়িত সেটলারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে অবিলম্বে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর সেটলার হামলা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে, বিগত ৩০ জুন জাতীয় সংসদে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস হলে ইউপিডিএফ উক্ত বিলের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে লাল পতাকা উত্তোলন, বিশেষ ব্যাজ ধারণ, স্মরণকালের বৃহত্তম মানব বন্ধন, তিন জেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছিল। গত ৭ ডিসেম্বর উপজেলা সদরে মিছিলের মাধ্যমে পঞ্চদশ সংশোধনী বিল বাতিলের কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মহালছড়িতে আ'লীগ-ছাত্রলীগ

৩য় পাতার পর

হলে আ'লীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা তার উপরও চড়াও হয়। এ সময় পালাতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর মহালছড়ি ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা ও মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি ম্যাজিক দেওয়ান এক যুক্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের এ ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা এ হামলাকে পূর্ব পরিকল্পিত উল্লেখ করে বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার সারা দেশে ছাত্রলীগের কর্মীদের দিয়ে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। এ সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মহালছড়িতে উপস্থিতির সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের উপর এ হামলা চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে উক্ত হামলার সাথে জড়িত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন
২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

"সমাজ ও জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিকারী এজেন্টদের প্রতিহত করুন! আসুন, অধিকার আদায়ের আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১১-১৩ জানুয়ারি তিন দিনব্যাপী বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর ১৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে সুমেন চাকমাকে সভাপতি, থুইক্যাচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও আপ্রুশি মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

১১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম এম.ই.এস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটির চট্টগ্রাম অঞ্চলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মো. হোসেন খান। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমার সভাপতিত্বে কাউন্সিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরাপন তালুকদার। এছাড়া সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সামিউল আলম, বিপ্লবী ছাত্র সংঘের আহ্বায়ক আশীষ শর্মা, ল্যাম্প গোষ্ঠীর প্রতিনিধি প্রিন্স মাহমুদ, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সালমান রহমান, সংস্কৃতি নয়া সেতুর দপ্তর সম্পাদক নিত্যানন্দ পাল, বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা ও উপস্থাপনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা।

অনুষ্ঠান শুরুতে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাজলিং মারমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করছেন

এছাড়া অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয় এবং সদ্য কারামুক্তদেরও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

উদ্বোধক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান তার বক্তব্যে বলেন, এই সমাবেশে তরুণদের মাঝে আমি একটা উন্মুখ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড় আর সমতলে লড়াই হবে এক তালে এই শ্লোগানের ধ্বনিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির জন্য তরুণদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াইয়ের হাতকে শক্তিশালী করে জীবনবাজি রেখে লড়ে যাওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সচিব চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, এই সমাবেশ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমরা বাঙালি নই, আমরা সংখ্যালঘু জাতি। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে।

তিনি সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করে, সংবিধানে আইন করে, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়। ইউপিডিএফ সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার চরম ফ্যাসিবাদী আচরণ শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারাদেশের জনগণের উপর সরকার শোষণ-নির্যাতন জারি রেখেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ধ্বংসের চক্রান্ত চালাচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, সারাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ক্রমেই মারাত্মক আকার নিচ্ছে। র‍্যাবের তথাকথিত ক্রস ফায়ারে মানুষ হত্যার নব্য সংস্করণ গুম হত্যা শুরু হয়েছে। সরকার প্রতি পদে পদে জনগণের নিরাপত্তা দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ১১ পাতায় দেখুন

পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন ও গ্যাসের দাবিতে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের মানববন্ধন

পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন ও মানিকছড়ির সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য জেলাবাসীদের জন্য সরবরাহের দাবিতে খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংগঠন নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ। খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের সামনে গত ২২ জানুয়ারী ২০১২ রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমার সভাপতিত্বে দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, খাগড়াছড়ি পৌর কাউন্সিল মিলন দেওয়ান মনাচ, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা, এ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা, খাগড়াছড়ি ল' কলেজের অধ্যক্ষ জনাব খুরশীদ আলাম, খাগড়াছড়ি জেলা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব তৈয়ব আলী, এ্যাডভোকেট বিপল চাকমা, নারী নেত্রী নমিতা চাকমা, শাহাজ উদ্দিন প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচন ও সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য জেলাবাসীদের জন্য সরবরাহের দাবি জানান।

মানববন্ধন শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ১৯৮৯ সালে গঠনের পর দীর্ঘ ২২ বছরেও জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না। কোন সরকারই পার্বত্য জেলা পরিষদকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করেনি। শুধু দলীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার হাতিয়ার হিসেবেই জেলা পরিষদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার কারণে কোন সরকারই জেলা পরিষদের নির্বাচন দেয়নি এবং বর্তমান মহাজোট সরকারও ২য় পাতায় দেখুন

লক্ষীছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী গণধর্ষণের শিকার

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে সেটলার কতৃক এক পাহাড়ি কিশোরী (১৭) গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে মধ্যছড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কিশোরীটি দুল্যাতলী ইউনিয়নের ভানে লক্ষীছড়ির থুইল্যা কার্বারী পাড়ার নয়মা চাকমার মেয়ে। ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি, লক্ষীছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কিশোরীটি তার চাচাত ভাই জীবন চাকমার সাথে নানাচর বেড়াতে যাবার উদ্দেশ্যে লক্ষীছড়ি থেকে ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল যোগে মানিকছড়ির দিকে যাবার পথে মধ্যছড়িতে তাদের মোটর সাইকেল থামিয়ে কয়েক জন সেটলার যুবক তাকে তুলে নিয়ে যায়। রাস্তা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার ভিতরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চার সেটলার যুবক তাকে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় অপর কয়েকজন সেটলার মোটর সাইকেল চালক ও জীবন চাকমাকে অন্য জায়গায় বেঁধে রেখে মারধর করে। পরে জীবন চাকমা পালিয়ে গিয়ে ঘটনাটি স্থানীয়দের জানালে স্থানীয়রা ওই কিশোরীকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে লক্ষীছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও লক্ষীছড়ি উপজেলার তিন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল থেকে ১টি ক্লিপ, ১টি কালো রুমাল, ১টি কালো হেলমেট ও সাদা-নীল-হলুদ রঙের ১টি বড়লাভ(তোয়ালে) আলামত হিসেবে উদ্ধার করেন। পরে তারা ওই কিশোরীকে লক্ষীছড়িতে নিয়ে আসেন। তরুণীটি সেটলার যুবকরা তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে বলে জানায়। ৫ম পাতায় দেখুন

মুক্তিবাহিনী কর্তৃক হত্যাকান্ডে নিহত জুম্মদের স্মরণে খাগড়াছড়ি ও পানছড়িতে স্মরণ সভা

১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক হত্যাকান্ডে নিহত জুম্মদের স্মরণে খাগড়াছড়ি ও পানছড়িতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এ স্মরণ সভার আয়োজন করে।

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১১, বুধবার দুপুর ২টায় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের উদ্যোগে নিহত জুম্মদের স্মরণে ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের পাহ্নবানে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা, পেরাছড়া ইউনিটের সংগঠক সুকিরণ কান্তি খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কনিকা দেওয়ান, ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার প্রিয়লাল চাকমা ও পাহ্নবান এলাকার মুরুব্বী কনক বরণ চাকমা। স্মরণ সভা শুরুতে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর পেরিয়ে গেলেও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক জুম্ম হত্যার ঘটনা ধামাচাপা রয়ে গেছে। মুক্তি বাহিনী কর্তৃক এই হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম হত্যার ইতিহাসের সূচনা হয়। যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, ১১ পাতায় দেখুন